إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফা'আতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ ।। ২০শ সংখ্যা

১১ই রজব, ১৪০৮ হিঃ ।। ১৬ই ফাল্গুন:, ১৩৯৪ বাংলা ।। ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৪০·০০ টাকা ।। ভারত ৭২·০০ টাকা ।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী'

৪১শ বর্ষ ঃ
২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ২০শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
তরজমাতুল কুরআন ঃ	অনুবাদ ঃ মরহুম মৌলভী মোহাম্মাদ ও মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	১
হাদীস শরীফ ঃ	অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
অমৃতবাণী ঃ	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ ঃ জনাব এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
জুমু'আর খোৎবা ঃ	হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার ঃ	মোহতরম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া	১১
কবিতা ঃ	জনাব শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান	১৫
মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর জীবনালেখ্য ঃ	জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৭
মুসলেহ মাওউদ দিবসে ঃ	জনাব শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান	২১
আমাদের চাঁদা ঃ	জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৪
আনসারুল্লাহ্‌ বার্তা ঃ	জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল	২৭
মহিলাঙ্গণ ঃ		৩০
মহিলাগণ বেপর্দেগীর বিরুদ্ধে জিহাদ করুন	অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূইয়া	
আপনার পত্র পেলাম ঃ	মাওলানা সালেহ আহমদ	৩২
আপনার স্বাস্থ্য ঃ	জনাব মীর্যা আলী আখন্দ	৩৫
খোদ্দামের কথা ঃ	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	৩৬
ছোটদের পাতা—১৩ ঃ	উপস্থাপনায়—'নানা ভাই'	৪০
বালক মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ঃ	জনাব কাওসার আহ্‌মদ	৪৪
সংবাদ ঃ		৪৫
সম্পাদকীয় ঃ		৪৮

মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) দিবস উদযাপিত

২০শে ফেব্রুয়ারী মুসলেহ্‌ মাওউদ দিবস। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন জামায়াতে মহা সমারোহে এই দিন পালিত হয়েছে। বিস্তারিত খবর এখনও আসছে। আগামী সংখ্যায় ইনশাল্লাহ্‌ প্রকাশিত হবে।

আহ্‌মদী রিপোর্ট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ইং : ২৯শে তবলীগ, ১৩৬৭ হিঃ শামসী : ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আল্ নাহল—১৬

[ইহা মক্কী সূরা বিসমিল্লাহ্ সহ ইহার ১২৯ আয়াত ও ১৬ রুকূ আছে]

১১২। যেদিন প্রত্যেক আত্মা নিজ নিজ পক্ষে যুক্তি-তর্ক করিতে করিতে আসিবে, এবং প্রত্যেককেই স্ব স্ব কৃতকর্মের প্রতিফল পূর্ণরূপে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করা হইবে না।

১১৩। এবং আল্লাহ্ এক জনপদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছেন যাহা সকল দিক দিয়া নিরাপদ ও সুখ শান্তিতে ছিল, যাহার রিয্ক সকল স্থান হইতে উহার নিকট পৌঁছিতেছিল, তথাপি উহা আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা করিল, সুতরাং আল্লাহ্ উহার কৃতকর্মের দরুন উহাকে স্বাদ গ্রহণ করাইলেন ক্ষুধা এবং ভয়ের পোষাকের (ক্ষুধা ও ভয়ের পোষাকে আচ্ছাদন করিয়া)।

১১৪। এবং নিশ্চয় তাহাদের নিকট তাহাদের মধ্য হইতে একজন রসূল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল ফলে তাহাদিগকে আযাব ধৃত করিল এমতাবস্থায় যে তাহারা যুলুম করিতেছিল।

১১৫। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহ্র নেয়ামতের শোক্র কর যদি তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক।

১১৬। তিনি কেবল তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করা হইয়াছে, কিন্তু যাহাকে (উহাদের মধ্য হইতে কোন বস্তু খাইতে) বাধ্য করা হয় এমতাবস্থায় যে, সে অবাধ্যও নহে এবং সীমালংঘনকারীও নহে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

১১৭। এবং বলিও না—মিথ্যার কারণে তোমাদের জিহ্বা যাহা উচ্চরণ করে—'ইহা হালাল এবং ইহা হারাম,' ইহাতে তোমরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যারচনাকারী হইয়া যাইবে ;

যাহারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করিয়া থাকে, তাহারা কখনও সফলকাম হয় না।

১১৮। (এই জীবন) ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্ভোগ, এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব রহিয়াছে।

১১৯। এবং যাহারা ইহুদী হইয়াছে তাহাদের উপরও আমরা ইতিপূর্বে সেই সকল বস্তু হারাম করিয়াছিলাম যাহার উল্লেখ আমরা তোমার নিকট করিয়াছি; আমরা তাহাদের উপর যুলুম করি নাই, বরং তাহারা নিজেদের প্রাণের উপর যুলুম করিয়া আসিতেছিল।

১২০। অতঃপর, নিশ্চয় তোমার প্রভু—যাহারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, এবং ইহার পর তাহারা তওবা করে এবং সংশোধন করে ইহার পর নিশ্চয় তোমার প্রভু অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। ১৫শ রুকু

১২১। নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিল সকল প্রকার সদগুণের আদর্শ অধিনায়ক আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত ও নিষ্ঠাবান এবং সে আদৌ মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১২২। সে তাঁহার নেয়ামত সমূহের জন্য সদা শোক্‌রগুযার ছিল, তিনি তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে সরল-সুদৃঢ় পথে হেদায়াত দান করিয়াছিলেন।

১২৩। এবং আমরা তাহাকে এই পৃথিবীতেও কল্যাণ দান করিয়াছিলাম এবং পরকালেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১২৪। অতঃপর, আমরা ওহীর মাধ্যমে তোমাকে এই আদেশ দিলাম যে, তুমি নিষ্ঠাবান ইব্‌রাহীমের নীতির অনুসরণ কর, সে কখনও মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

১২৫। অবশ্য সাবাত দিবসের বিধি (লংঘনের শাস্তি) কেবল তাহাদের উপর ধার্য করা হইয়াছিল যাহারা এই সম্বন্ধে মতবিরোধ করিয়াছিল এবং নিশ্চয় তোমার প্রভু কিয়ামতের দিন তাহাদের মধ্যে সেই সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া দিবেন যে বিষয়ে তাহারা মতবিরোধ করিত।

১২৬। তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভুর পথের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের সহিত এমন পন্থায় বিতর্ক কর যাহা সর্বাধিক উত্তম; নিশ্চয় তোমার প্রভু তাহাদিগকে সর্বাধিক জানেন যাহারা তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; এবং তিনি তাহাদিগকেও সর্বাধিক জানেন যাহারা হেদায়াতপ্রাপ্ত।

১২৭। এবং যদি তোমরা (যালেমদিগকে) শাস্তি দিতে চাহ তাহা হইলে ততটুকুই শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের উপর যুল্‌ম করা হইয়াছে এবং যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর তাহা হইলে ইহা অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের জন্য উত্তম।

১২৮। এবং (হে নবী!) তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার ধৈর্য ধারণ করা একমাত্র আল্লাহ্‌র (সাহায্য) দ্বারাই হইতে পারে, এবং তুমি তাহাদের জন্য দুঃখিত হইও না এবং তাহারা যে ষড়যন্ত্র করিতেছে উহার জন্য তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না।

১২৯। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহাদের সঙ্গে আছেন যাহারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্মপরায়ণ।

১৬শ রুকু

হাদিস শরীফ

তিনটি মকবুল (গৃহীত) দোয়া

কুরআন ঃ

أمن يجيب المضطر أذا دعاه و يكشف السوء (النمل ايت ٦٣)

তরজমা : অথবা কে উদ্বিগ্ন চিত্ত ব্যক্তির দোয়া শুনেন যখন সে তাঁহার নিকট দোয়া করে এবং তাহার কষ্ট দুর করিয়া দেন (সূরা নমল : ৬৩ আয়াত)

হাদীস ঃ

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم و دعوة المسافر و دعوة الو الد على ولده (ترمذى)

তরজমা : হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, তিনটি দোয়া আল্লাহ্‌তা'লা সরাসরি কবুল করেন যেমন মযলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং পুত্রের বিরুদ্ধে পিতার বদ দোয়া।

ব্যাখ্যা : হযরত রসূল করীম (সাঃ) উপরোক্ত হাদীসে বলেন যে, মানুষ যখন নির্যাতিত হয় এবং নিপিড়ীত হয় তখন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর দোয়া দ্রুত কবুল করেন। যখন মানব আত্মা আল্লাহ্‌র দরবারে শোকাতুর হয়ে বিগলিত চিত্তে তার স্রষ্টাকে স্মরণ করে তখন খোদা তাঁর বান্দার প্রতিটি দোয়া কবুল করেন। হযরত মসীহ মাওউদ আঃ পিতার দোয়া সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি নেক আওলাদের সুসংবাদ পান। বিবিও খোদার সুসংবাদ অনুযায়ী পেয়েছেন। তদুপরি এমন কোন নামায বাদ দেন নাই যার মধ্যে তিনি নিজ বিবি ও ছেলেমেয়েদের জন্য দোয়া না করে থাকেন। আমরাও কি অনুরূপ করে থাকি ? যদি আমরা খোদার নিকট নিজ আওলাদের জন্য অনুরূপ ভাবে দোয়া করি তা'হলে নিশ্চয় আমাদের আওলাদ ও নেক এবং আহ্‌মদীয়াতের সেবক হবে। আমাদের কর্তব্য আমরা যেন নিজ আওলাদের জন্য সর্বদা দোয়া করি।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ

কুরআন ঃ

انفقوا فى سبيل الله (البقرة ايت ١٩٥)

তরজমা : "তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর" (সূরা বাকারা : ১৯৬ আয়াত)

يا يها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم (البقرة ايت ٢٦٨)

তরজমা : "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হইতে যাহা তোমরা উপার্জ্জন কর" (সূরা বাকারা : ২৬৮ আয়াত)

হাদীস :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق نفقة فى سبيل الله كتبت له سبع مائة ضعف (ترمذى)

তরজমা : হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, যে, খোদার রাস্তায় খরচ করে তার জন্য সাত শত গুণ বেশী করে (নেকী) লেখা হবে।

عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدما ابن ادم يوم القيمة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افناه و عن شبابه فيما ابلاه و عن ماله من اين اكتسبه و فيما انفقه و ماذا عمل فيما علم (ترمذى)

তরজমা : হযরত ইবনে মাসউদ রাঃ বর্ণনা করেন যে হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তা'লা আদম সন্তানকে যতক্ষণ পর্যন্ত না পাঁচটি বিষয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সে (খোদার সামনে) দণ্ডায়মান থাকবে। তার বয়সের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে কি ভাবে কাটিয়েছে, যৌবনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে কি ভাবে কাটিয়েছে, তার ধন-সম্পদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে কি ভাবে তা অর্জন করেছে, এবং কোথায় খরচ করেছে, এবং যে জ্ঞান সে অর্জন করেছে তার উপর কতটুকু আমল করেছে।

ব্যাখ্যা : আমাদের খোদা কত মেহেরবান যিনি এই অঙ্গীকার করেন যদি তোমরা আমার রাস্তায় এক টাকা খরচ কর তা হলে আমি তোমাদের সাত শত গুণ বেশী করে প্রতিদান দিব। আল্লাহ্‌র রাস্তায় মালী কুরবানী করার কথা আল্লাহ্ বার বার বলেছেন, খোদার রাস্তায় খরচ করলে তা বৃথা যায় না। কেউ আজ পর্যন্ত ইহা বলতে পারে নাই যে, খোদার রাস্তায় খরচ করে আমি ফকীর হয়ে গিয়েছি পরন্তু আল্লাহ্ তাকে অধিকতর করে ফিরিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে বহু কিছু নেয়ামত স্বরূপ দান করেছেন, মালও এক নেয়ামত। আল্লাহ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করবেন যে, তোমরা আমার নেয়ামতের সদ্ব্যবহার করেছ? ধন কিভাবে অর্জন করেছ এবং তা কি ভাবে খরচ করেছ? অর্থ সঠিক ভাবে অর্জন করে তা খোদার রাস্তায়ও খরচ করা উচিত। আমরা আজ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সত্যিকারের অনুসারী হয়ে খোদার রাস্তায় নিজেদের ধনদৌলত কুরবানী করে যাচ্ছি। খোদাতা'লা আমাদের কুরবাণীকে গ্রহণ করুন এবং বেশী বেশী মালী জেহাদে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করুন।

—মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরুব্বী

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত আযীমুশ্শান ভবিষ্যদ্বাণী

১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী এই প্রসঙ্গে একটি ইশ্তেহার প্রকাশিত হয়। ইহাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

পরম কারুণিক, দাতা, মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান—যাঁহার মর্যাদা মহা গৌরবময় এবং নাম অতীব মহান আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বলিলেন ঃ

'আমি তোমার প্রার্থনানুযায়ী তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিতেছি। আমি তোমার ক্রন্দন শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়া সমূহকে অনুগ্রহ করিয়া কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং, শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইতেছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইতেছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ। হে বিজয়ী! তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলিয়াছেন, যাহার জীবন-প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করে এবং যাহারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তাহারা বাহির হইয়া আসে, যাহাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্ তা'লার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণ সহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান—যাহা ইচ্ছা করি, করিয়া থাকি, এবং যাহার প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি, এবং যাহারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কেতাব এবং তাঁহার রসূল পাক মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শনপ্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।

"সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইল। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত তোমারই সন্তান হইবে।"

সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম আনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ-দাতাও বটে। তাহাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হইয়াছে। সে কলুষ হইতে পবিত্র। সে আল্লাহ্‌র নূর। ধন্য, যে আসমান হইতে আসে।

"তাহার সঙ্গে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি এবং 'পবিত্র আত্মার' প্রসাদে বহু জনকে ব্যাধি মুক্ত করিবে। সে 'কলীমাতুল্লাহ্‌'—আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ, খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে। (ইহার অর্থ বুঝি নাই) সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, প্রিয় পুত্র।

مظهر الحق و العلا كان الله نزل من السماء

অর্থাৎ সত্যের বিকাশ স্থল, উচ্চ যেন আল্লাহ্‌ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে স্বীয় আত্মা দান করিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইবে। বন্দীদিগের মুক্তির কারণ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশিস লাভ করিবে। তখন তাঁহার আত্মা তাহার আত্মিক কেন্দ্রের দিকে উত্তোলিত হইবে। وكان امرا مقضيا

(ইশ্‌তেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ সন, 'তবলীগে-রেসালত,' প্রথম জিল্‌দ।)

"হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন।

এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে, তাহারা মৃত, নহে, বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না।"

—আল্‌ কুরআন

"হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ (রাঃ) বলেন রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে কেউ এমনকি দশ জনের উপর হাকেম বা নেতা হয় কিয়ামতের দিন তাকে শৃংখল পরানো হবে (চাই সে ন্যায়পরায়ণ হোক বা অন্যায়কারী)। শেষ পর্যন্ত তার ইনসাফ সে শৃংখল থেকে তাকে মুক্ত করবে অথবা যুলম তাকে ধ্বংস করবে।"

—আল্‌ হাদীস

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ইসলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সত্যতার এক জীবন্ত প্রমাণ বহন করে।

(হযরত মুসলেহ মাওউদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

[১৯৪৪ সনের সালানা জলসায় সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের অপরাহ্নে চারি ঘন্টা স্থায়ী এক সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন। সে ভাষণটিতে তিনি মুসলেহ্ মাওউদ তথা হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হওয়া অকাট্য যুক্তি ও বাস্তব ঘটনাবলীর আলোকে প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করেন। উক্ত ভাষণের শেষাংশে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় লাভ সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। নিম্নে উহার বঙ্গানুবাদ পেশ করা হইতেছে।—মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী।]

"যে ভবিষ্যদ্বাণীটির পূর্ণতা প্রাপ্তির বিষয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতীক্ষা করা হইতে ছিল আল্লাহ্তা'লা তাঁহার অপার অনুগ্রহে উহার সম্বন্ধে স্বীয় এলহাম ও ঐশীবাণীর দ্বারা আমাকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সে ভবিষ্যদ্বাণী আমার মধ্য দিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং এখন ইসলামের দুশমনদের উপর খোদাতা'লা যুক্তির পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন এবং তাহাদের নিকট ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়েছেন যে, ইসলাম খোদাতা'লার সত্য ধর্ম, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খোদাতা'লার সত্য রসূল এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খোদাতা'লার যথার্থ প্রেরিত ব্যক্তি। যাহারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তাহারা মিথ্যাবাদী, যাহারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলে তাহারা মিথ্যাবাদী। খোদাতা'লা এই আযিমুশ্বান ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা ইসলাম এবং রসূল করীম (সাঃ)-এর সত্যতার এক জীবন্ত প্রমাণ মানবের সামনে আনিয়া ধরিয়াছেন।

আজ হইতে আটান্ন বৎসর পূর্বে ১৮৮৬ ইং সালে নিজস্বভাবে কোন মানুষের কি এই সংবাদ দেওয়ার সাধ্য ছিল যে, নয় বৎসর মেয়াদের মধ্যে তাহার ঔরষে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সে (পুত্র) শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, জগতের প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি

লাভ করিবে, সে ইসলাম এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নাম বিশ্বময় বিস্তার দান করিবে, সে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে, সে ঐশীপ্রতাপ বিকাশের কারণ হইবে এবং খোদাতা'লার পরাক্রম, নৈকট্য এবং তাঁহার করুণা প্রদর্শনের এক জীবন্ত নিদর্শন হইবে। এরূপ সংবাদ দুনিয়ায় কোন মানুষ নিজ পক্ষ হইতে দিতে পারে না। খোদাতা'লা উক্ত সংবাদ দিয়া দিলেন। তারপর তিনিই সেই সংবাদটি বাস্তবে পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন এরূপ এক ব্যক্তির মাধ্যমে যাহার জীবিত থাকার বা দীর্ঘজীবি হওয়ার ব্যাপারে ডাক্তারদের কোন আশা ছিল না। আমার স্বাস্থ্য বালাকালে এতই খারাপ ছিল যে, একদা ডাঃ ইয়াকুব বৈগ সাহেব আমার সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কে বলিয়াছিলেন যে, তাহার যক্ষা হইয়াছে, তাহাকে কোন স্বাস্থ্যকর পাহাড়ে পাঠানো হউক। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাকে শিমলা পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সেখানে যাইয়া আমি উদাস হইয়া গেলাম। আর সে কারণে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিলাম, মোটকথা যে ব্যক্তির স্বাস্থ্য একদিনের জন্যও ভাল হয় নাই এরূপ ব্যক্তিকে খোদাতা'লা জীবিত রাখিলেন এবং এই জন্য জীবিত রাখিলেন যে, তাহার দ্বারা নিজের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে পূর্ণ করিবেন এবং ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের সত্যতার প্রমাণ মানবের সামনে সরবরাহ করিবেন। তারপর আমি সেই ব্যক্তি ছিলাম যে, পার্থিব কোন বিদ্যা অর্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু খোদাতা'লা স্বীয় ফযলের দ্বারা ফিরিশ্‌তাদিগকে আমার শিক্ষাদানের জন্য পাঠাইলেন এবং আমাকে কুরআন করীমের এমন সব অর্থ ও গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত করিলেন; যাহা কোন মানুষের ধ্যান ও কল্পনায়ও জাগিতে পারে না। যে জ্ঞান আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে দান করিয়াছেন এবং যে রূহানী উৎস আমার অন্তঃকরণে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন উহা হেয়ালী বা কাল্পনিক নয়, বরং তাহা এরূপ অকাট্য ও সন্দেহাতীত যে আমি সারা জগতকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিতেছি যে, দুনিয়ার বুকে যদি এরূপ কোন ব্যক্তি থাকিয়া থাকেন যিনি দাবী করেন যে, খোদাতা'লার পক্ষ হইতে আমাকে কুরআন শিক্ষান হইয়াছে। তাহা হইলে আমি তাহার সহিত মোকাবিলা করিতে সর্বদা প্রস্তুত। কিন্তু আমি জানি, আজ দুনিয়ার বুকে আমি ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি নাই, যাহাকে খোদাতা'লার পক্ষ হইতে কুরআন করীমের জ্ঞান দান করা হইয়াছে। খোদাতা'লা আমাকে কুরআন করীমের জ্ঞান দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন এবং এই যুগে তিনি কুরআন শিখাইবার উদ্দেশ্যে আমাকে জগতের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। খোদাতা'লা আমাকে এই উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান করিয়াছেন, যেন আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং কুরআন করীমের পবিত্র নাম জগতের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাই এবং ইসলামের মোকাবেলায় দুনিয়ার সকল বাতিল ধর্ম ও মতবাদকে চিরতরে পরাজয় দান করি।

দুনিয়া শক্তি প্রয়োগ করিয়া লউক, নিজেদের সকল প্রকার শক্তি এবং দলীয় সংগঠন-সমূহকে একত্রিত করিয়া লউক, খৃষ্টান রাজন্যবর্গ এবং তাহাদের রাষ্ট্র ও সরকার সমূহও এক যোগ হউক, ইউরোপ ও আমেরিকাও একত্র হউক, দুনিয়ার সকল বড় বড় ধনাঢ্য ও শক্তিশালী জাতিসমূহ একজোট হউক এবং তাহারা আমাকে উক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে অকৃতকার্য করিবার নিমিত্ত ঐক্যবদ্ধ হউক, তথাপি আমি খোদাতা'লার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তাহারা আমার মোকাবেলায় বিফল মনোরথ হইবে। খোদাতা'লা আমার দোয়া ও তদ্বিরের সম্মুখে তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা, দুরভিসন্ধি ও প্রতারণাকে চুরমার ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন, এবং খোদাতা'লা আমার দ্বারা অথবা আমার শিষ্য এবং অনুগামী দিগের মাধ্যমে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র নামের সুবাদে ইসলামের সম্মানকে কায়েম করিবেন এবং ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াকে ছাড়িবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসলাম পুনরায় নিজস্ব পরিপূর্ণ শান ও মর্যাদায় দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে পুনরায় জগতের যিন্দা নবী হিসাবে স্বীকার করিয়া নেওয়া হয়।

হে আমার বন্ধুগণ! আমি নিজের জন্য কোন সম্মানের অভিলাষী নই এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতা'লা আমার নিকট প্রকাশ করেন অধিকতর আয়ুলাভের আশা-আকাঙ্খাও আমার নাই। তবে খোদাতা'লার ফযল ও অনুগ্রহে আমি অবশ্য আকাঙ্খী এবং আমি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ওয়া সাল্লাম এবং ইসলামের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ও ইসলামকে নিজ পায়ে দাঁড় করানো এবং খৃষ্টধর্মকে নির্মূল করিবার ক্ষেত্রে আমার বিগত ও ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের ইনশাআল্লাহ বিপুল অংশ থাকিবে এবং যে সকল পদতলে শয়তানের মস্তক পিষ্ট হইবে এবং খৃষ্টধর্মের অবসান ঘটিবে সেগুলির একটি আমারও হইবে ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা।

আমি উক্ত সত্যটিকে অত্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে সমগ্র বিশ্বের সামনে পেশ করিতেছি। এই আওয়ায হইল আকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তা আল্লাহ্‌তা'লার আওয়ায। এই অটল ইচ্ছা হইল আকাশ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। এই সত্য টলিবে না, কখনও টলিবে না। জগতের বুকে ইসলামের বিজয় এবং খৃষ্টধর্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। খৃষ্টধর্মকে আমার আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার মত কোন আশ্রয়স্থল নাই। খোদাতা'লা আমার হাত দিয়া ইহাকে পরাজিত করিবেন। হয়ত আমার জীবদ্দশাতেই ইহাকে এমন ভাবে পর্যুদস্ত ও নিষ্পেষিত করিবেন যে, মাথা তুলিবার মতও ইহার সামর্থ্য থাকিবে না, নয়ত আমার বপণ করা বীজ হইতে সেই বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, যাহার সম্মুখে খৃষ্টধর্ম উৎপাটিত ঝোপের ন্যায় শুকাইয়া যাইবে। এবং জগতের চতুর্দিকে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের পতাকা অতি উচ্চে উড্ডীয়মান দেখা যাইবে।

আমি এই উপলক্ষে, আপনাদিগকে যেখানে এই সুসংবাদ দান করিতেছি যে, খোদা-তা'লা আপনাদের সামনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করিয়াছেন, সেখানে আপনাদিগকে ঐ সকল জিম্মাদারীর দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যেগুলি ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের উপর ন্যাস্ত হয়। আপনারা যাহারা আমার এই ঘোষণার সত্যতার সমর্থনকারী, আপনাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইবে এই যে, আপনারা নিজেদের মধ্যে এক নব পরিবর্তন আনয়ন করুন এবং নিজেদের রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের বিজয় ও সাফল্যের উদ্দেশ্যে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হউন। নিঃসন্দেহে আনন্দিত ও পুলকিত হইতে পারেন, কেননা খোদাতা'লা উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ করিয়াছেন। বরং আমি বলিব, নিশ্চয় আপনাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, তোমরা আনন্দ-উৎফুল্ল হও, কেননা ইহার পর এখন আলো আসিবে। অতএব, আমি আপনাদিগকে আনন্দিত হইতে বারণ করি না, আপনাদিগকে দৌড়-ঝাঁপ হইতেও নিষেধ করি না। নিঃসন্দেহে আপনারা আনন্দ ভরে উচ্ছলিত হউন। কিন্তু আমি বলিতেছি যে, এই আনন্দ-উচ্ছাসের পাশাপাশি আপানারা নিজেদের দায়িত্ব বিস্মৃত হইবেন না। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা রো'ইয়া (দিবা-স্বপ্নে) আমাকে দেখাইয়াছিলেন যে, আমি দ্রুত বেগে দৌড়াইয়া চলিয়াছি এবং পৃথিবী আমার পদতলে দিয়া সংকুচিত হইয়া চলিয়াছে। তেমনি আল্লাহ্‌তা'লা এলহাম যোগে আমার সম্বন্ধে এই সংবাদ দিয়াছিলেন যে, আমি শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করিব। অতএব, আমার জন্য ইহাই নির্ধারিত যে, আমি দ্রুত বেগে আমার পদক্ষেপ উন্নতির ময়দানে বাড়াইয়া যাইতে থাকি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের উপরও এই কর্তব্য ন্যাস্ত হয় যে, পদক্ষেপ দ্রুত করুন এবং নিজের মন্থর গতিকে পরিত্যাগ করুন। ধন্য (মুবারাক) সেই ব্যক্তি যে আমার কদমের সহিত নিজের কদম মিলায় এবং দ্রুত বেগে উন্নতির ময়দানে দৌড়াইয়া যাইতে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা সদয় হউন সেই ব্যক্তির প্রতি, যে গাফিলতি ও আলস্যের বশবর্তী হইয়া দ্রুতপদক্ষেপ গ্রহণ করে না এবং (উন্নতির) ময়দানে অগ্রসর হইবার পরিবর্তে মুনাফেকদের ন্যায় পশ্চাদপদ হয়। তোমরা যদি উন্নতি করিতে চাহ, তোমরা যদি নিজেদের দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন কর, তাহা হইলে আমার কদমের সাথে কদম এবং আমার কাঁধের সহিত কাঁধ মিলাইয়া অগ্রসরমান হও, যাহাতে আমরা কুফরের হৃদপিণ্ডে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পতাকা গাড়িয়া দিতে পারি এবং বাতিলকে চিরতরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দেই। ইনশাআল্লাহ তদ্রূপই হইবে। আকাশ-পাতাল টলিতে পারে, কিন্তু খোদাতা'লার কথা কখনও টলিতে পারে না।"

('আল-মাওউদ'; প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ২০৮—২১৬)

অনুবাদঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার

আহ্‌মদীয়া জামায়াতের দায়িত্ব

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের চরম অধঃপতনের পর্যায়ে নবী রসুলগণের আগমন হয়ে থাকে। ইহা আল্লাহ্‌র চিরন্তন নিয়ম বা সুন্নত। এক বা দু'লাখ ২৪ হাজার নবীর শুভাগমন নিশ্চিত ও নির্ভুলভাবে এ সুন্নতের অকাট্য প্রমাণ বহন করে।

অবক্ষয়ের প্রবল স্রোতের তোড়ে মানবতা যখন হাবুডুবু খেতে থাকে সৃষ্টির সেরা আদম সন্তান যখন 'নীচাদপি-নীচে' পতিত হয় এবং উদ্ধারের কোন পথ খুঁজে পায় না তখন পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ তাঁর সর্বাধিক আদরের সৃষ্টিকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে নবী পাঠিয়ে থাকেন যার মাধ্যমে নতুন করে সমাজে 'পবিত্র করণ' প্রক্রিয়া শুরু হয়।

একজন নবীর জাগতিক জীবনের প্রাথমিক স্তর থেকেই যে বিষয়গুলো খুব স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো : (১) জীবনের প্রথম থেকেই তিনি গর্হিত কাজকর্ম হতে দূরে থাকেন ও সমাজে সৎ মানুষ হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। (২) আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বিশেষ করে মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ এবং সাধ্যমত তাদের কল্যাণে ব্যস্ত থাকেন। (৩) এতেই সন্তুষ্ট না থেকে নিবিড় সাধনায় রত থেকে তিনি সঠিক পথের সন্ধান খোঁজেন। তাঁর সাধনা এমন স্তরে পৌঁছে যখন আল্লাহ্‌ তাঁর স্কন্ধে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্বভার অর্পণ অর্থাৎ নবী হিসেবে নিয়োজিত করেন। (৪) তিনি এমন কোন জাগতিক শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর না করে সর্ব শক্তিমান সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ও নির্দেশে কাজ করে যান। (৫) তিনি পবিত্র করণ প্রক্রিয়া শুরু করেন নিজে কথা বার্তা আচার আচরণে সম্পূর্ণ পবিত্র থেকে মানুষকে পবিত্র পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান জানান, পথ বাতলান। তিনি কারো উপরে তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ চাপিয়ে না দিয়ে এর কল্যাণকর দিকগুলো তুলে ধরেন। তাঁকে গ্রহণ না করা ও বিরোধীতার ভয়াবহ পরিণতির কথাও ঘোষণা করেন। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেন তাদেরকে নিয়ে তিনি জামায়াত কায়েম করেন। সবাই মিলে সর্ব প্রকার ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে পবিত্র করানোর আহ্বান জানিয়ে যান। (৬) এই আহ্বান কায়েমী স্বার্থের পরিপন্থী হয় বলে প্রবল বাধার সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ তাতে আগত নবীর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণ হয় বলে চিন্তাশীল খোদা-ভীরু লোকদের জন্য ওগুলো আল্লাহ্‌র নিদর্শনরূপে কাজ করে থাকে। কোন বিরোধীতাই নবীর জামায়াতের গতিরোধ করতে পারে না। কেননা বিরোধীতাকে তাঁরা আল্লাহ্‌র নির্দ্ধারিত পরীক্ষারূপে গ্রহণ করে থাকেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে যে বিষয়টি আহ্‌মদী ভাই বোনদেরকে অতীব গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে হবে তা হলো নবীর তিরোধানের পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামায়াতের উপর পবিত্র করণের মহান দায়িত্ব অর্পিত হয়। ইহাও আল্লাহ্‌রই বিধান।

আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সারা বিশ্বের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করেছেন। এই রহমতের বিভিন্ন দিক আছে। এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। তাই শুধু দু'টো প্রধান দিকের কথা উল্লেখ করছি (১) কুরআন দুনিয়াতে প্রেরিত সব নবীর স্বীকৃতি দেয়ায় ও সবার উপরে সমভাবে ঈমান আনা অত্যাবশ্যকীয় করায় বিশ্ববাসীর মহা মিলনের বাস্তবমুখী পথ খুলে দিয়েছে। এই মিলনের মাঝে আদম সন্তানদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ বা রহমত রয়েছে, (২) সামগ্রীকভাবে কুরআনের শিক্ষায় ও আদর্শে এবং রসূল করীম (সাঃ) এর জীবনে সমগ্র মানব জাতির জন্য পর্যাপ্ত কল্যাণকর উপকরণ রয়েছে। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় যে, দুনিয়া ব্যাপী অবক্ষয় রোধের একমাত্র পথই যে ইসলাম তা বিশ্ববাসীকে জানানোর দায়িত্ব পালনে বর্তমান মুসলমানেরা ব্যর্থ হয়েছে। কেননা প্রকৃত মুমেন ছাড়া প্রকৃত ইসলামকে নিজেই জানতে পারে না। অন্যকে সে সন্ধান দিবে কি করে? অপর দিকে তথাকথিত মুসলমানেরা ধর্মের নামে তাঁদের আচার আচরণ দ্বারা ইসলামের পবিত্র রূপকে কালিমায় ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু এদিকে তাঁদের ভ্রুক্ষেপও নেই। একটি দুরের ও একটি ঘরের উদাহরণ দিলেই মুসলিম জাহানের হৃদয় বিদারক অবস্থা হৃদয়ংগম করা কঠিন হবে না। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে ইরাক ইরানে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ ও সাম্প্রতিক কালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ভাদুঘরে দু'দল মুসলমানের হানাহানি ও আগুনে বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়া। এসব কি মুমেনের কাজ বা ঈমানদারীর লক্ষণ? এরূপ জঘন্য ইতিহাসের ইতি টানতেই আল্লাহ্ পাঠিয়েছেন ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) কে। তিনি প্রকৃত ইসলামের সন্ধান পেয়েছেন; দুনিয়াকে সে সন্ধান দেয়ার দায়িত্ব তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামায়াতের উপর অর্পণ করে আল্লাহ্‌র দরবারে চলে গেছেন। তাই বিশ্ববাসীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে ইসলামী রূপে গড়ে তোলার আহ্বান জানানোর সুমহান ও সুবিশাল দায়িত্ব পড়েছে এই জামায়াতের উপর। আহ্‌মদী হওয়া বা না হওয়ার প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তা গ্রহণ করলে আল্লাহ্ প্রদত্ত এই দায়িত্ব বহনে সাধ্যমত চেষ্টা করতেই হবে: নতুবা মুনাফেকের দলে ভীড় জমাতে হবে, দায়িত্বহীনতার দীনতায় ভুগতে হবে।

উল্লেখিত দায়িত্ব অতি মহান, এর পরিধি বলতে গেলে সীমাহীন। এ দায়িত্ব কিভাবে আমরা পালন করছি ও আরো সুষ্ঠুভাবে করা যায় তা সম্যক উপলব্ধি করতে হলে আমাদের মর্যাদা, অবস্থা ও অবস্থান বুঝতে হবে। নবীর অনুসারীদের প্রতি পতিত মানবতার পক্ষ হতে যতই অবজ্ঞা অবহেলা দেখানো হোক না কেন, আল্লাহ্‌র কাছে তাঁরা অনন্য মর্যাদার অধিকারী। কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ১১১ নং আয়াতে হযরত নবী করীম (সাঃ) এর প্রকৃত অনুসারীদের উচ্চতম মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর কারণও বলা হয়েছে যেমন:

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎ-কার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকর্মের নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস কর।'

ইসলামের নামে যত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) সে সব ছিন্ন করে প্রকৃত ইসলামকে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর মাধ্যমে আমরা বিভ্রান্তি মুক্ত ও প্রকৃত ইসলামের অনুসারী হয়ে শ্রেষ্ঠ উম্মতে পরিণত হয়েছি। এ মর্যাদা ও সৌভাগ্যকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করার জন্য সৎ কার্যের নির্দেশ দাতা ও অসৎকার্যে নিষেধ দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেই হবে। এ না করলে আমরা দুনিয়ার অবজ্ঞা অবহেলা ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকবো তাই নয়, আল্লাহ্‌র কাছেও অপরাধী সাব্যস্ত হবো। তা না করলে আমরাও অবক্ষয়ের শিকারে পরিণত হবো এবং তা হবে বড়ই হৃদয় বিদারক।

প্রত্যেক আহ্‌মদী স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জামায়াতের সদস্য। যেমন সুন্দর বন বা আহমদনগর জামায়াতের সদস্য হওয়ায় তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো ঐ জামায়াতের এলাকাভুক্ত বিভিন্ন ধর্মের বা মতবাদের যত লোক আছে তাদের সবাইকে ডাকার প্রত্যহ এবং বার বার চেষ্টা করা। এখানে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অত্যাবশ্যক ও গুরুত্ববহ: দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিতির কথা বলে ঐ সব জামায়াতের সদস্যকে সমগ্র বাংলাদেশে আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কেননা তারা জীবন যাপনের নানা প্রয়োজনে সুন্দরবন বা আহমদনগরের বাইরে বাংলাদেশের বহুস্থানে গিয়ে থাকেন। তখন যাদের সান্নিধ্যে আসেন তাদেরকে মৌখিকভাবে বা বিজ্ঞাপন, বুলেটিন ও পুস্তকাদি দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তবলীগ করবেন, করেনও। সভা সমিতিতে বক্তৃতা দ্বারাও প্রত্যক্ষ তবলীগ করা যায়। এসব কথা সব জামায়াতের সদস্যদের জন্যই প্রযোজ্য। অপরদিকে আহ্‌মদী ভাই বোনদের চাঁদার টাকায় যে সব প্রচার পত্র বা পুস্তকাদি ছাপা ও বিলি করা হয় তাতে চাঁদা দাতারা সবাই সারা দেশে তবলীগি প্রচেষ্টার অংশীদার হয়ে থাকেন। এভাবে আমরা এদেশের ১০ কোটি লোকের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনে নিয়ত রত আছি। অনেক বই দেশের বাইরে পাঠানো হয়। তা'ছাড়া একক খেলাফতের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকেই আন্তর্জাতিক আহ্‌মদীয়া জামায়াতের সদস্য। আমাদের চাঁদার বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এজন্য অনেক দেশে মসজিদ এবং মিশন কায়েম করা হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে একাজ পরিচালনার জন্য জামায়াত থেকে প্রয়োজনীয় মুরব্বী মুয়াল্লিম নিয়োজিত থাকেন। চাঁদা ও কর্মী দ্বারা আমরা বিশ্বের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের কর্মসূচীতে হিস্যা নিচ্ছি। সর্বোপরি দোয়া দ্বারা আমরা শুধু মানব জাতিই নয় আল্লাহ্‌র সব সৃষ্টির কল্যাণ কামনা করে থাকি। এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রাঃ) এর একটি বাণী উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি বলেন: 'আমাদের দোয়া হইতে বঞ্চিত থাকে বিশ্ব জগতে এমন কোন বস্তু থাকা উচিত নয়। কেননা আমরা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুগামী ও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসারী তাঁহার সম্বন্ধেই আল্লাহ্‌তা'লা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি রহমাতুল্লীল আলামীন' অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের প্রতিটি জিনিষ তাঁহার রহমত তথা করুণার মুখাপেক্ষী, এবং উহা তাঁহার

রহমতকে স্বীয় সত্তায় গ্রহণ ও আহরণ করিয়া চলিয়াছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কল্যাণ প্রবাহ স্বীয় ব্যাপকতায় আলামীনকে বেষ্টিত করিয়া আছে; এবং যাহারা তাঁহার গৃহের নগণ্য দাস, তাঁহাদের দোয়ায়ও এই আলামীনকে বেষ্টিত করা উচিত। বর্তমান মানবতা আমাদের দোয়ার অত্যন্ত মুখাপেক্ষী।"

ইসলামের দৃষ্টিভংগীতে 'সারা সৃষ্টি মিলে আল্লাহ্‌র পরিবার'। এই পরিবারের জন্য দোয়া করার তাৎপর্য হলো সবের জন্য কল্যাণ কামনা করা। উহা হৃদয়ের আর্তি। আহ্‌মদীরা এই আর্তিকে বাস্তবে আকার দিতে অর্থাৎ রূপায়ণের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে যে দু'টো বিষয় বিশেষ গুরুত্বসহ উপলব্ধি করতে হবে তা হলো এ ক্ষুদ্র ও গরীব জামায়াতের সাধ্য কতটুকু? এ সাধ্য দ্বারা কি বিশ্বব্যাপী উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে? এখানেই ভৌতিক ও নৈতিক জগতের সীমানা শেষ এবং সীমাহীন আধ্যাত্মিক জগতের উপস্থিতি ও উপলব্ধির স্থান। কেননা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সব সাধ্য সাধনার শর্তহীন সমর্পণ করতে হবে। তিনি আমাদের চেষ্টাকে অজস্র গুণ বাড়িয়ে ফলপ্রসূ করতে পারেন এবং মুমেনদের বেলায় তাই করে থাকেন। উপলব্ধির দ্বিতীয় বিষয়টি হলো উপরোক্ত সাধ্য সাধনায় আমাদের কোন কার্পণ্য বা অবহেলা আছে কিনা। অর্থাৎ জামায়াতের কর্মসূচীকে বাস্তবায়নে প্রত্যেক সদস্য সদস্যা যে ক্ষেত্রে [তালীম তরবীয়ত, তবলীগ, সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় অংশগ্রহণে, সঠিকভাবে চাঁদা আদায়, নিজেদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বোধকে কার্যকর রাখা, খেদমতে খালক ইত্যাদি] যতটুকু অবদান রাখার সামর্থ্য রাখেন তা করেছেন কিনা। যদি না করে থাকেন এবং তাতে অবক্ষয়ের গতি ও ব্যাপকতা যতটা বেড়ে যাবে সে পরিমাণে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী হবো। এবং পুরস্কারের বদলে তিরস্কারের ভাগী হবো। তাই আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে কোথাও কোন কার্পণ্য হচ্ছে কি না। সদা সতর্ক থাকার নামই হলো "মুত্তাকী" হওয়া। আমাদের আরও উপলব্ধি করতে হবে যে, বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয়ের জোরালো চিত্র তুলে ধরে কটাক্ষ করেই আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা যাবে না। সে কালিমাময় চিত্র মুছে ফেলার আন্তরিক প্রয়াসের দ্বারাই তা করতে হবে।

হে করুণাময়! তুমি আমাদের ঐ প্রয়াসের সব দোষত্রুটি দূর করার তৌফিক দান করো।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥

(উর্দু দুররে সামীন।

মসীহার জন্যে—

(তিন)

যেদিন সে যাত্রা শুরু করেছিল তার
পথে পথে প্রহরে প্রহরে
পৃথিবীর বাহিরে ভিতরে
ছিল বাধা ছিল ভীতি ছিল অন্ধকার।
পৃথিবী সেদিন —
আধুনিক মুখ তার দেখেছিল প্রাচীন আঁধারে
অজন্তার নগ্ন নাভিমূলে ;
প্রবৃত্তি স্বাধীন
পেয়েছিল জিন্দিগীর স্বাদ প্রতিবারে
অতীত সিন্ধুর পাতালের শৃংগারের কূলে কূলে,
হরপ্পার নিভৃত হাম্মামে,
মহেঞ্জোদারোতে মৃত সংস্কৃতির নামে।
এ পৃথিবী সম্ভোগের স্বৈরসিদ্ধি অতি সযতনে
শিখেছিল পিরামিডে সমাধি-শাসনে
প্রবাহিত অতীতের নাইলের সে উপত্যকায়
মমীদের সংক্রুদ্ধ শংকায়
'ওসিরিসি' মৃত্যু আর উত্থানের পারে
পেয়েছিল কৃপা, পরিত্রাণ।
মুগ্ধপ্রাণ ভাস্করের ভেনাসেরও রোমীয়-বিহারে
লভেছিল অরণ্যের আদিম আঘ্রান।
মৃত্তিকার সনাতন টানে
আপনার প্রতিমার রূপ, নৈবেদ্যের
দেখেছিল মানুষেরা টাইগ্রীসের মূক মৎস্যদের
আত্মদানে : গরবিত 'য়েংকীর' উত্থানে
দরিয়ার সীমাহারা বিস্ময়ের তীরে
প্রাকৃতিক ভীতির গভীরে ;
আবূ শাহ্‌রাঈনে, আল উবায়দিয়ায়
'আনু' আর 'ইনান্নার' পাথরের দেহের সৌষ্ঠবে।
মানুষেরা সবে
উর আর বাবেলের ঊর্ধ্বে মন্দিরেতে
পর্বতের গৃহে সে মেসোপটোমিয়ায়
কল্পিত লীলায় 'আঁলিলের'
পর্বতের ধ্বনি ব্যঞ্জনায়,
'তাম্মুজের' নববর্ষে ফসলের ক্ষেতে
প্রকৃতির দৈব-কল্পনাতে
দেখেছিল আপনাকে তীব্র সংক্ষোভের
জীবনের চিত্রায়িত ফলকে ও পাতে।
এ পৃথিবী তার
জিঘাংসার মাতাল সংহার

দেখেছে তো ভয়াল নারীর লোল জিহ্বার কৃপাণে,
দর্শনের অজানিত সত্যের সন্ধানে :
প্রতারিত কলংকের মোহান্ধ জীবন
মঙ্গলের সব আয়োজন
খুঁজেছে তো কৈলাসের শীতল ত্রিশূলে,
বদরিকাশ্রমে কিংবা নীলকণ্ঠে সমুদ্রের দানবীয় ভুলে।
মানুষেরা করেছে তো মানুষে বিধাতা,
বিধাতারে মনুষ্য-সন্তান,
বরাহকে দিয়েছে সে বিষ্ণুর সম্মান।
পূতচিত্তে ধ্বনিত যে গীতা
প্রক্ষেপে প্রতর্কে তারে পরীকীর্ণ করেছে সে আজ
অতঃপর পেয়ে গেছে আত্মার স্বরাজ।
প্রেরিত পুরুষে সে তো করেছে নাস্তিক
হেথা নয় অন্য কোথা আর কোন পথের পথিক।
অথবা সে প্রচারিছে 'খোদা রহমান
পুত্র এক করেছে গ্রহণ'।
অপবিত্র শত শত শানিত জবান
এ বীভৎস মিথ্যা কথা প্রতিদিন করে উচ্চারণ, —
প্রচণ্ড আঘাতে তারই আসমান যেন অকস্মাৎ
সশব্দে বিদীর্ণ হয়ে যায়
যমীন চৌচির হয়ে যায়
পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ে হয় ধূলিস্যাৎ।
ভুলের মাশুল বুঝি এ পৃথিবী দিয়েছে এবার
হৃদয়ের রুদ্র বিশ্বাসের বিসর্জনে
সনাতন গঙ্গাজলে তার।
সংশয়ে তাড়িত ব্যর্থ চিত্তের গহনে
গেয়েছে সে হতাশার উদাসী বেলায়
প্রবঞ্চিত বৈদগ্ধের গোধূলি আভায়
লক্ষ্যহীন চৈতন্যের অসীমের গান
নিরাত্মার। ভেবেছে সে অবশেষে লভেছে তো নির্বুদ্ধ নির্বাণ।
তাই, —
কোটি কোটি দেবতার মণ্ডপের সোঁদা অন্ধকারে
সংকরিত ঐতিহ্যের পুঞ্জীভূত কীর্ণ সংস্কারে
গড়েছে সে অলৌকিকতার
আপাত-বিশ্বাসে এক — এ মাটির পৃথিবীর—বিমূর্ত বারতা
সহজাত বোধি আর নিরুদ্দেশ অন্ধ চেতনার
অবধূত বাসনার কল্পনার জীবন দেবতা।

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর জীবনালেখ্য

'আলেমুল গায়েব' আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন যে, তিনি তাঁর গুপ্ত বিষয়াবলী তাঁর মনোনীত রসূলের কাছে বিপুলভাবে বর্ণনা করেন (সুরা জিন, ২য় রুকূ)। বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচার কল্পে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) দাবী পেশ করেন যে, তিনিই 'ইমাম মাহদী' এবং 'প্রতিশ্রুত মসীহ'। তাঁর দাবীর সমুজ্জল সত্যতার সমর্থনে তিনি বহু প্রমাণ পেশ করেন, সমগ্র জীবনব্যাপী ইসলাম এবং ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাধান্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, ৮৮খানা যুগান্তকারী পুস্তক রচনা করেন, অলৌকিক নিদর্শনাবলী পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেন, চরম বিরুদ্ধবাদীদের ঐশী নিদর্শনের দ্বারা পরাভূত করেন।

আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশে "ইসলামে আহ্‌মদীয়া" আন্দোলন নামে তিনি এমন একটি আধ্যাত্মিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন যার মাধ্যমে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যের বাণী সুষ্ঠু ও সুসংগঠিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। আহ্‌মদীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ্‌তা'লার কাছ থেকে জানতে পেরে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেন সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি ইতিমধ্যে পূর্ণ হয়েছে এবং আরো কতকগুলি যথা সময়ে পূর্ণতা লাভ করতে চলেছে। ব্যক্তি বিশেষ, জাতি সমূহ, পৃথিবী ও আকাশের ঘটনাবলী চূড়ান্ত পর্যায়ে বিরুদ্ধবাদীদের শোচনীয় পরিণাম এবং পরাজয়, আহমদীয়া জামায়াতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এরূপ একটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে এখন আমরা উল্লেখ করবো যা একদিকে আহ্‌মদীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সত্যতা এবং অন্যদিকে ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত মুসলেহ মাওউদ হিসেবে প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্রের মর্যাদা এবং সুদূর প্রসারী প্রভাব ও প্রতিপত্তির জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। তিনি এই মহান ঐশী নিদর্শনাবলীপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীটি প্রকাশ করেছিলেন ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ইং সনে।

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) পাঞ্জাবের হুশিয়ারপুর নামক স্থানে আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশে গমন করতঃ সেখানে চল্লিশ দিন যাবত বিশেষ আরাধনা করেন এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী বিজয় ও অগ্রগতির জন্য সকাতর দোয়া করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁকে অনেক শুভ সংবাদ দান করেন যা তিনি একটি বিশেষ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ইং সনে প্রকাশ করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁকে এক অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী সুশ্রী ও মেধাবী পুত্র সন্তানের প্রতিশ্রুতি

দান করেন। এই মহান সংস্কারক পুত্র তথা 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের বাংলা অনুবাদ নীচে উল্লেখ করা হলো।

০ "আমি তোমাকে রহমতের নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনিয়াছি এবং দোয়াসমূহকে করুণাসহ কবুল করিয়াছি। সুতরাং শক্তি, দয়া ও নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে প্রদান করা হইতেছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ।"

০ "যাহারা জীবন প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করে এবং যাহারা কবরের মধ্যে প্রোথিত তাহারা বাহির হইয়া আসে, যাহাতে ইসলাম-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্‌তা'লার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান—যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকি এবং যেন তাহাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সংগে আছি এবং যাহারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম ও কেতাব এবং তাঁহার রসূলে পাক মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে অস্বীকার করে এবং অসত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।"

০ "সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র-সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই ঔরসে তোমার সন্তান হইবে। সুশ্রী পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম 'আনুমুয়ায়েল এবং সুসংবাদদাতাও বটে।"

০ "তাহার সংগে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সাথে উপস্থিত হইবে। সে জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জীবনী শক্তি পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহু জনকে ব্যধিমুক্ত করিবে। সে 'কলেমাতুল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র বাণী)। কারণ খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, জ্ঞানশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ প্রিয় পুত্র। সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ আল্লাহ্ যেন আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে জ্যোতিঃ আসিতেছে, জ্যোতিঃ; খোদা তাহাকে তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ-নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রূহ ফুঁকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শিরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবে এবং মুক্তির উপায়-স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর

প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশিস লাভ করিবে। অতঃপর, তাহার আত্মা তাহার আত্মিক কেন্দ্রের দিকে উত্তোলিত হইবে। ইহাই আল্লাহর অটল মীমাংসা।" [ইশ্‌তেহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ইং।]

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশের পর ১৮৮৬ সনের ২২শে মার্চ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই প্রতিশ্রুত পুত্র নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্ম লাভ করবে। আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'শুভ-সোমবার' তাঁর সেই প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্ম হয় এবং বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ নাম রাখা হয়। উত্তর-কালে তাঁর এই সন্তান ১৯১৪ সনে আহ্‌মদীয়া জামায়াতের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশে ১৯৪৪ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী 'মুসলেহ্‌ মওউদ' হওয়ার দাবী করেন। এই মহাপুরুষ তাঁর মৃত্যু (১৯৬৫ ইং) পর্যন্ত দীর্ঘ ৫২ বছর ব্যাপী খলীফাতুল মসীহ্‌ হিসেবে দীনে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। সংকীর্ণচিত্ত ব্যক্তি বিশেষ ও শ্রেণী বিশেষের কঠোর বিরোধীতা সত্বেও তিনি প্রকৃত ইসলামের তালীম, তরবীয়ত ও তবলীগের ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি ঐশী সমর্থিত পদ্ধতি অনুসরণ করেন যার সুদূর-প্রসারী প্রভাবের ফলে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ইসলামী মিশন ও মসজিদ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী, ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার, পবিত্র কুরআনের অনুবাদ ও তফসীর প্রকাশ এবং জীবন উৎসর্গকারী মুবাল্লীগ ও মুয়াল্লিম তৈরী হয়ে চলেছে। সেই সংগে বিশ্ব-সমস্যাবলীর প্রেক্ষিতে তিনি মানবজাতির শিক্ষা, সভ্যতা ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলাম-নির্দেশিত সমাধান ও পথের সন্ধান দান করেছেন,। বস্তুতঃ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর কার্য্যাবলী, তাঁর লিখিত পুস্তিকাবলী, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ও ব্যবস্থাপনা সমসাময়িক ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এবং সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর জীবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিম্নরূপঃ--

১। তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ (২০/২/১৮৮৬ ইং)। ২। জন্ম (১২-২-১৮৮৯)—সোমবার। ৩। তাশহীজুল আযহান' নামক সমিতি গঠন, ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনা, সালানা জলসায় 'শিরকের মুলোৎপাটন' সম্পর্কে বক্তৃতা (১৯০৬) ৪। মজলিসে আনসারুল্লাহ প্রতিষ্ঠা (১৯১১)। ৫। সাপ্তাহিক 'আল-ফযল' প্রকাশনা (১৯১৩)। ৬। 'খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী হিসেবে নির্বাচন (১৪-৩-১৯১৪ ইং) ৭। 'মিনারাতুল মসীহ্‌' নির্মাণের কাজ পুনরারম্ভ ; লণ্ডনে মুবাল্লীগ প্রেরণ (১৯১৫)। ৮। কুরআন করীমের উর্দু ও ইংরেজী অনুবাদ ও তফসীর প্রকাশ (১৯১৬)। ৯। জীবন ওয়াকফের তাহরীক (১৯১৮)। ১০। বিভিন্ন সাংগঠনিক নেযারত ও বিভাগের প্রতিষ্ঠা (১৯১৯)। ১১। আমেরিকায় মুবাল্লিগ প্রেরণ ; খেলাফত আন্দোলন ও সহযোগ আন্দোলনে প্রকৃত পথ-প্রদর্শন (১৯২০)।

১২। পশ্চিম আফ্রিকা ও জার্মানীতে মুবাল্লিগ প্রেরণ (১৯২১) ১৩। মজলিসে শুরা প্রতিষ্ঠা; লাজনা আমাউল্লাহ হিসেবে মহিলা সংগঠনের প্রতিষ্ঠা (১৯২২)। ১৪। মালকানা ক্যাম্পেইনে পথ-নির্দেশ; মিশরে মুবাল্লিগ প্রেরণ (১৯২৩)। ১৫। লণ্ডন সফর, বক্তৃতা এবং 'আহ্‌মদীয়াত—ট্রু ইসলাম' নামক পুস্তক প্রকাশ ও বিশ্ব-শান্তির সঠিক পথ নির্দেশ; লণ্ডন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন (১৯২৪)। ১৬। মেয়েদের জন্য মাদ্রাসা স্থাপন (১৯২৫)। ১৭। ধর্মনেতাগণের সম্মান প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের আর্থিক উন্নতির আন্দোলন (১৯২৭)। ১৮। 'জামেয়া আহ্‌মদীয়া' প্রতিষ্ঠা, 'রঙ্গিলা রসূল' নামক ইসলাম-বিরোধী পুস্তকের জবাবে "নবী দিবস" পালনের নির্দেশ এবং ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা বিস্তারের ব্যবস্থা (১৯২৮)। ১৯। নূসরত গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা (১৯২৯)। ২০। সাইমন কমিশন রিপোর্টের উপর সমালোচনা এবং রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের প্রতিনিধির নিকট পুস্তক প্রেরণ (১৯৩০)। ২১। কাশ্মীর কমিটির প্রেসিডেন্ট রূপে মনোনীত (১৯৩১)। ২২। আহরারী ফেতনার প্রাক্কালে জামায়াতকে বিশেষভাবে সুসংগঠিত করণ এবং সুদূর-প্রসারী ব্যবস্থা হিসেবে 'তাহরীকে জাদীদ' নামক কর্মসূচীর ঘোষণা (১৯৩৪)। ২৩। যুবক ও কিশোরদের সংগঠন যথাক্রমে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ও আতফালুল আহ্‌মদীয়া প্রতিষ্ঠা (১৯৩৯)। ২৪। জুবিলী উৎসব; সর্ব-ধর্ম-প্রবর্তক দিবস প্রতিপালনের ব্যবস্থা (১৯৩৯)। ২৫। জামায়াতের পতাকা ও খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পতাকা প্রবর্তন (১৯৩৯)। ২৬। ফযলে উমর গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা; পবিত্র স্থানের হেফাযতের রেডিও বক্তৃতা (১৯৪১)। ২৭। 'ওয়াকারে আমল' (১৯৪২)। ২৮। 'মুসলেহ মাওউদ' হওয়ার ঘোষণা (১৯৪৪)। ২৯। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে ইসলামের তবলীগের জন্য মুবাল্লিগ প্রেরণ; 'হিলফুল ফজুল' তাহরীক (১৯৪৫)। ৩০। বিশ্বের আটটি বিখ্যাত ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সমাপ্ত, 'ফযলে উমর রিসার্চ ইনস-টিটিউট-এর ভিত্তি স্থাপন (১৯৪৬)। ৩১। কাদিয়ান হতে পাকিস্তানে হিজরত (১৯৪৭-৪৯)। ৩২। কুরআন করীমের-ইংরেজী তফসীরের ভূমিকা এবং দশ ছিপারা প্রকাশিত (১৯৪৯)। ৩৩। বিরুদ্ধবাদীদের উস্কানীতে পাঞ্জাবে দাঙ্গা সৃষ্টির কালে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জামায়াতে আহ্‌মদীয়াকে সবর ও ইস্তেকামাতের জন্য পথ—নির্দেশ (১৯৫২-৫৩)। ৩৪। বিরুদ্ধবাদী আততায়ীর দ্বারা ছুরিকাহত (১৯৫৪)। ৩৫। পবিত্র কুরআনের ডাচ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশনা; ইউরোপ সফর (১৯৫৫)। ৩৬। 'তফসীর সগীর'-এর প্রকাশনা (১৯৫৭)। ৩৭। 'ওয়াকফে জদীদ' ঘোষণা (১৯৫৭)। ৩৮। নিগরান বোর্ড গঠনের মঞ্জুরী (১৯৬০)। ৩৯। খেলাফাতের পঞ্চাশ বছর এবং জামায়াতের বিশেষ দোয়া এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (১৯৬৪)। ৪০। পরলোকগমন (৮-১১-১৯৬৫) এবং তৃতীয় খেলাফতের অব্যাহত ধারায় ইসলামের প্রচার কার্যের সুনিশ্চিত অগ্রযাত্রা।

বস্তুতঃপক্ষে এই মহামানবের জীবনের সকল বিষয়ে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়—ভবিষ্যতে সেই মূল্যায়ন হতেই থাকবে, ইনশা'ল্লাহ্‌।

ব্যক্তি ও পরিবার, সমাজ ও আন্তর্জাতিক জীবনে সত্যিকার অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে বিশ্ব-ধর্ম ইসলাম এসেছে, যে সুমহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিশ্ব-

(২৩-এর পাতায় দেখুন)

মুসলেহ্ মাওউদ দিবসে

২০শে তবলীগ, ১৩২৩ হিঃ শামসী, সোমবার। ধর্মের ইতিহাসে একটি সোনাঝরা দিন। 'অভিনন্দিত' আশিসমণ্ডিত দিন। এদিন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) এর প্রতিশ্রুত পুত্রের প্রতিশ্রুত হওয়ার ঘোষণার দিন।

দাজ্জালিয়তের অভিশপ্ত ফেৎনার সমরাগ্নি যখন সারা পৃথিবীকে পুড়িয়া মারার পৈশাচিকতায় তৎপর হয়ে ওঠেছিল, তখনই ১৯৪৪ এর ২০শে ফেব্রুয়ারীতে তিনি তাঁর 'মুসলেহুল মাওউদ' হওয়ার ঐশী বাণী শোনায়েছেন পৃথিবীকে। পৃথিবীর দগ্ধপ্রায় প্রাণের তীর্থে সঞ্চিত হয়েছিল আশা ও ভরসার পূতবারি। নিভেছিল আগুন ধীরে ধীরে তাঁর আমগনের কল্যানে। কিন্তু, অভিশাপের সে বহ্নির দাহিকাশক্তির সবটুকু নিঃশেষ হয়ে যায়নি সেদিন। আজ, তাতে আবার ইন্ধন যোগাতে শুরু করেছে সেই ইয়াজুজ ও মাজুজের সন্তানেরা। যেমন তারা প্রথম শুরু করেছিল সে আতসবাজী আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে। কিন্তু, তারা জানে না যে, ঠিক তখনই, ঠিক তখনই, ১৯১৪ সালে তাদের সেই মানবতাদাহী আতসবাজীকে চিরতরে নির্বাপিত করে ফেলার জন্যে সত্যের পূত-প্রোগ্রাম নিয়ে তিনিও আবির্ভূত হয়েছিলেন পৃথিবীর বুকে খলীফাতুল মসীহ্ সানী হিসেবে, ফযলে উমর (রাঃ) হিসেবে, তাঁর সে প্রোগ্রাম মহাবিজয়ের ময়দানে আজ ব্যপ্তিমান। আজ শয়তান প্রতিরুদ্ধ, দলবল নিয়ে পলায়নে উদ্যত।

হযরত খলীফাতুল রসূল সানীর (রাঃ) হাতে ইসলামের প্রথম প্রচার হয়েছিল জগতের দিকে দিকে। এবারে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রাঃ) হাতে ইসলাম প্রচারিত হলো পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। জামায়াতে আহ্‌মদীয়ার উপর থেকে আজ সূর্য অস্ত যায় না। আজ, শান্তির ঐশী-বারি বর্ষণে ধরণীর দগ্ধপ্রায় প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আজ আধ্যাত্মিকতার পথে-প্রান্তরে সবুজের সমরোহ দৃশ্যমান। তাই বুঝি তাঁর আগমণের শুভ সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল 'সবুজ-ইশ্‌তেহার' ঐ ২০ তবলীগ তারিখেই, ১২৬৫ হিঃ শামসীতে (ইসায়ী ১৮৮৬ অব্দে)। আজ, দুনিয়ার তৃষিত নয়নে সেই সবুজের শুভ-স্বপ্ন। আজ বহু বাসনার ফুল-ফসলের আঘ্রানে উদ্বেলতার প্রাণ। কিন্তু শয়তানীয়তের বহ্নি-শিখা আবার সেই ফসলের আঙ্গামকে ছাই করে দেওয়ার হিংস্রতায় লেলিহান হয়ে উঠছে। কিন্তু সে জানে না, এ তার আখেরী উদ্‌গার। এর দাহনে সে এবার নিজেই দগ্ধীভূত হবে তবে খাক হয়ে যাওয়ার আগে পৃথিবীর প্রাণটাও সে ঝলসে দিয়ে যাবে। সেই ঝলসানো প্রাণ পুনঃসঞ্জীবিত করার জন্যে যে সত্য-সিন্ধু আমাদের কাছে আমাদের প্রিয় নেতা আমানত রেখে গেছেন, তার সিঞ্চনের দায়িত্ব আজ আমাদের।

১৯৩৪-এ তাহরীকে জাদীদের ঘোষণার পর একত্রিশ বছরের মধ্যেই তিনিতো ধর্মের পতাকা পৃথিবীর প্রান্তে উড্ডীন করে আল্ মসীহার ঐশীবাণীর সত্যতা প্রমাণ করে গেছেন। আর সেই পতাকা পৃথিবীর সর্বত্র উড্ডীন রাখার জন্যে শেষ বিদায়ের বাণীতে বলে গেছেন :

'ধর্মের খেদমতে জীবন উৎসর্গকারী যারা হবে, তারা যেন তোমাদের মধ্য থেকে হয়। প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করার অঙ্গীকার করে। খেলাফত যেন সদা সঞ্জীবিত থাকে। উহার চারিপার্শ্বে প্রাণ দেওয়ার জন্যে প্রত্যেক মুমেন যেন দেওয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকে। সত্যবাদিতা যেন তোমাদের ভূষণ হয়। আমানত যেন সৌন্দর্য হয়। তাক্‌ওয়া যেন তোমাদের পরিধেয় হয়।".....

অতঃপর, তিনি দরবারে এলাহীতে প্রার্থনা করে গেছেন:

"খোদাতা'লা তোমাদের হউন, তোমরাও খোদাতা'লার হয়ে যাও।"

প্রাণপ্রিয় নেতার শেষ বিদায়ের সেই বাণীর কতখানি মর্যাদা দিয়েছি আমরা, তার কতটুকু প্রতিফলন হয়েছে আমাদের সাধনায়, আজ তারই হিসাব দেওয়ার দিন—এই ২০শে তবলীগ, ২০শে ফেব্রুয়ারী।

তাঁর নিজ হাতে গড়া জামায়াতের অন্য সব সংঘের ন্যায় ১৯৩৮ এ গড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্দেশ্যে যে বাণী তিনি রেখে গেছেন, তার মধ্যে আছে:

'আধ্যাত্মিক আলোকমালার সূর্য যেন সদা উজ্জ্বল থাকে, সন্ধ্যা যেন কখনই নেমে না আসে।'

এই বাণীর মহান নির্দেশ কতখানি প্রাণ দিয়ে পালন করেছি, আজ তারই হিসাব নেওয়ার দিন—এই ২০শে ফেব্রুয়ারী। আজকের দিন, শপথ নেওয়ার দিন। সে শপথ এগিয়ে চলার শপথ। বিজয় আমাদের প্রতিশ্রুত, নির্ধারিত। আমাদের ভয় কি? তিনিই তো প্রার্থনা করে গেছেন:

"হে আমার বিশ্বস্ত প্রভু!

আমি তোমাকে তোমারই বিশ্বস্ততার শপথ দিচ্ছি। এই দুর্বল ব্যক্তিরা তাদের দুর্বলতা সত্বেও তোমার সহিত বিশ্বস্ততা দেখিয়েছে। তুমি শক্তিশালী হয়ে তাদের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা কর না। এটা তোমার মর্যাদার উপযোগী নয়; তোমার পবিত্র গুণাবলীর অনুমোদিত নয়। আমি এই সব ব্যক্তিকে তোমারই নিকটে আমানত রেখে যাচ্ছি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী! তুমি এই আমানতের খেয়ানত করিও না। তুমি পূর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত এই আমানতের হেফাযত করিও।....."

সুতরাং, আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আমানতে আমাদের ভয় কী? বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। শুধু প্রয়োজন এগিয়ে চলার। অকুতোভয়ে, দুর্বার গতিতে। প্রথম যেদিন দাজ্জালিয়াতের গর্দান তুরে দেওয়ার জন্য সত্যের প্রবল প্রত্যক্ষ আঘাত হানাতে শুরু করেছিলেন হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) সেদিন সেই বয়আত গ্রহণের প্রথম দিনেই জন্ম হয় তাঁর; 'খোদার জ্যোতি রূপে নেমে আসেন তিনি এই ধরণীর বুকে এক অভিনন্দিত সোমবারে। আর এক শুভ সোমবারে' আপনার ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক 'একুশ' বছর পরে এই নশ্বর ধরাধামকে ছেড়ে চলে যান তিনি তার 'রাফীকে আলা'র কাছে ১৩৪৪ এর ৮ই নবুওতে (৮ই নভেম্বর ১৯৬৫তে)। তাঁর ঐ ওফাতের দিনে ঐ 'মসীহ্‌ তুল্য' মহাপুরুষের জানাযা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের তৃতীয় খলীফা সাইয়্যেদনা আমীরুল মুমেনীন (রাঃ) তাঁর নেতাহারা, পিতৃহারা প্রাণে সমাগত শোকসন্তপ্ত মুমেনীনকে সম্বোধন করে বলেছিলেন:

আমার ইচ্ছা, জানাযার নামায্ আদায় করার আগে আমরা সমবেতভাবে আপন দয়াময় প্রভু পরওয়ারদেগার আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে সেই সে পাক পবিত্র মুখের জন্য, যিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের চক্ষুর আড়াল হয়ে যাবেন; চলুন, আমরা নতুনভাবে আমাদের একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই এবং সেই অঙ্গীকার হলো: আমরা ধর্ম এবং ধর্মের উন্নতির পথে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়কে দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় উপাদান—উপকরণ ধন-সম্পদ ও মানসম্ভ্রমের উপরে সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকার দান করবো এবং দুনিয়ার বুকে দীনের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য প্রাণ পণ সংগ্রাম চালিয়ে যাব।"

এই প্রতিজ্ঞার রূপায়ণকল্পে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাঃ) শতবার্ষিকী জুবিলীর এক নব পরিকল্পনার ঘোষণা করেছিলেন যা আসি আসি করছে অর্থাৎ আগামী বছরই মহাসমারোহে সারা বিশ্বে তা পালিত হতে যাচ্ছে। ইহাতে প্রত্যেক আহ্‌মদীর সর্বাত্মকভাবে যোগদান ঐ প্রতিজ্ঞা পূরণের পথ। অতএব, আসুন আমরা ইহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে যোগদান করি এবং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার সংগ্রামে অংশ নেই।

'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মদেওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদীন।' (আমীন)

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

২০-এর পাতার পর

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আবির্ভূত হয়েছেন এবং যে উদ্দেশ্যে হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আগমন করেছেন সেই উদ্দেশ্যকে ঐশী নির্দেশানুযায়ী সুসংগঠিত ভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য আহ্‌মদীয়া জামায়াত শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে প্রচার কার্য চালাচ্ছে। আল্লাহ্‌তালার ফযলে অদ্যাবধি পৃথিবীর ১১৪টি দেশে আহ্‌মদীয়া জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মহান উদ্দেশ্য দিনের পর দিন আল্লাহ্‌তা'লার ফযল ও বরকত দ্বারা-সুশোভিত হোক, প্রতি বছর ২০শে ফেব্রুয়ারী এমনই আশিস ধারায় সোনাঝরা স্মৃতি যেন সাফল্য এবং অগ্রগতির যাত্রা পথে প্রত্যেক সত্য প্রেমিককে অনুপ্রাণিত করে, আল্লাহ্‌তালার অপার করুণার দ্বারা হৃদয়-মনকে উদ্বেলিত করে—এই কামনা করি।

২০শে ফেব্রুয়ারী তাই আহ্‌মদীয়া জামায়াতের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। সার্বিক-ভাবে বিশ্ববাসীর জন্যও এই দিন কল্যাণময়। কেননা 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত এই দিনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে মহাপুরুষের আগমন হয়েছে তাঁর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-ব্যবস্থা বর্তমান যামানায় এমন একটি গতিময়তা লাভ করেছে, যা কালক্রমে এই পৃথিবী থেকে নাস্তিকতা, ত্রিত্ববাদীতা এবং বস্তুবাদীতার নাগপাশ থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করে ইসলামের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"-কলেমার ছায়াতলে আনায়নের জন্য শান্তিপূর্ণ-ভাবে সুসংগঠিত হয়েছে। পৃথিবী হতে অসত্য, অনাচার, দুর্নীতি ও দুঃশাসন, দুঃখ ও অশান্তি দূর হোক এবং সকল পর্যায়ে কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক—আজকের এই মহান মুসলেহ মাওউদ দিবসে ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা সেই বিশ্বস্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ্‌তা'লার কাছে, যাঁর জন্য সকল প্রশংসা নিবেদিত।

—মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আমাদের চাঁদা

১১। **শোকরানা**ঃ—কোন নেয়ামত প্রাপ্তির পর আল্লাহ্‌তা'লার শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা আদায় করা মুমেনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমের সূরা লুকমানের ১৩ আয়াতে বলেন।.....তোমরা আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় কর এবং যে কেহ শোকরিয়া আদায় করে তাহা হইলে নিশ্চয় উহা নিজের আত্মার কল্যাণের জন্য.. .....'আঁ-হযরত (সাঃ) এর সুন্নত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দীনের সুন্নতে আমরা দেখতে পাই যে তাঁরা তাঁদের খুশীর প্রকাশ করতেন আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে এবং তাঁদের এই শোকরিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটত আল্লাহ্‌র রাস্তায় আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে। আহ্‌মদীয়া জামায়াতের আবির্ভাবের পূর্বে প্রত্যেকেই বিয়ে-সাদী সংক্রান্ত বা অনুষ্ঠানাদিতে নানা প্রকার কুসংস্কার এবং কুপ্রথার দাস ছিলেন। ঐ সকল কুসংস্কার এবং এবং কুপ্রথার দরুন প্রত্যেকেই অনায়াসে অযথা টাকা পয়সা খরচ করে নিজেদের উপর অহেতুক আযাব টেনে আনত। যুগ-ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর তাঁর অনুসারীরা এর থেকে মুক্তি পেয়েছে। জামায়াতের সদস্যবৃন্দ তাই আঁ-হযরত (সাঃ) এর সুন্নত অনুযায়ী এবং যুগ-ইমামের শিক্ষা মোতাবেক বিয়ে-শাদী উপলক্ষ্যে পাত্র পাত্রীর পক্ষ থেকে, সন্তান-সন্ততি লাভের খুশী পরীক্ষায় পাশের আনন্দ, চাকুরীলাভ বা পদোন্নতিতে, ব্যবসার অসাধারণ লাভ ইত্যাদিতে জামায়াতের শোকরানা ফাণ্ডে চাঁদা দিয়ে থাকেন যার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কার্য সম্পাদিত হয়। স্থানীয় জামায়াত এই চাঁদা আদায় করতে পারে, তবে সাকল্য চাঁদাই কেন্দ্রে পাঠানো জরুরী।

১২। **বই বিক্রি**ঃ এই যুগ পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশনার যুগ। আল্‌ কুরআন বলে-ও ইযা সুহুফু নুশিরাত অর্থাৎ যখন পুস্তক-পুস্তিকার বহুল প্রকাশনা হবে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর যুগেই ইহা হওয়ার কথা ছিল। ইমাম মাহদী দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ছিলেন। তিনি প্রায় ৯০ খানা পুস্তক পুস্তিকা রচনা করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ইলহামের মাধ্যমে "সুলতানুল কলম" অর্থাৎ লেখনী সম্রাট উপাধি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'অসির কার্য আমরা সাধিব মসীতে।' এযুগ তরবারীর জেহাদের যুগ নয়। এযুগে কলমের মাধ্যমে সত্যকে সবার সমক্ষে তুলে ধরার যুগ। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা যেহেতু কলমের মাধ্যমে ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে চাইছে তাই তিনি তরবারীর বদলে কলম ধারণ করে ছিলেন। তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু লেখক সৃষ্টি হয়েছে যারা আল্লাহ্‌তা'লার তৌহীদ, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মুকাম এবং মর্যাদা ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের সত্যতাকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠাকল্পে বিভিন্ন ভাষায় প্রচুর বই লিখে

যাচ্ছেন। তাই এই কাজকে পূর্ণতা দেয়ার জন্যে প্রত্যেক আহ্‌মদীর মধ্যে বই কেনার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া দরকার। বই এর মূল্য কখনও বিফলে যায় না, বই কিনে কাউকে কোন দিন ঠগতে হয় নি। সুতরাং আসুন আমরা সবাই বই কেনার সংগ্রামে অবতীর্ণ হই এবং আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করি।

১৩। **আহ্‌মদীর চাঁদা** :—বাংলাদেশ জামায়াতে আহ্‌মদীয়ার একমাত্র মুখপাত্র পাক্ষিক আহ্‌মদী। সমগ্র বাংলাদেশী ভাইদের গৃহে গৃহে আহ্‌মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের মহান বাণীকে পৌঁছে দেয়ার প্রতিজ্ঞায় ইহা সংকল্পবদ্ধ। ইহার মাধ্যমে আল কুরআনের তরজমা ও তফসীর, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মহান হাদীস, হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী, যুগ-খলীফার সময়োপযোগী জ্ঞানগর্ভ ও ঈমানবর্ধক খুতবা ও নির্দেশাবলী, স্থানীয় ও বিশ্বব্যাপী জামায়াতী খবরা খবর এবং বিভিন্ন জরুরী বিষয়ে সারগর্ভ ফিচার এবং প্রবন্ধাদি সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে জামায়াতের বুনিয়াদি প্রয়োজন পূর্ণ করে চলেছে। এই পত্রিকাটি সাপ্তাহিক এবং ক্রমান্বয়ে দৈনিকে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ায় অভিলাষী। তাই প্রতিটি আহ্‌মদী ভাই-এর নৈতিক দায়িত্ব এই পত্রিকাটির সাথে সহযোগীতা করে ইহার সুস্থ প্রকাশনাকে নিশ্চিত করা এবং ইহার মানোন্নয়নে অবদান রাখা। আসুন, আমরা এই মহান কাজে ব্রতী হই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইহার ছাপা সংশ্লিষ্ট ব্যয়ভার বৃদ্ধির কারণে মে মাস থেকে এর সডাক বার্ষিক চাঁদা যদিও সামান্য কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে তা এর ব্যয়ের তুলনায় এক চতুর্থাংশও নয়। তবুও এটা চলছে এবং ইনশাআল্লাহ চলবে। শুধু সকলের সহযোগীতা ও দোয়া কাম্য। পুস্তক বিক্রী এবং আহমদী পত্রিকার চাঁদা সংগ্রহের ব্যাপারে স্থানীয় জামায়াতের কর্মকর্তাদের বিশেষ ভূমিকা পালন করা তাঁদের নৈতিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তেমনিভাবে সদস্যরা পুস্তকাদি এবং পত্রিকা পড়ে কিনা তার প্রতি নিগরাণী করাও তাঁদের দায়িত্ব।

১৪। **যাকাত** ঃ যাকাত ইসলামের পাঁচটি আরাকানের একটি রুকন। আল্লাহ্ তা'লা আল্ কুরআনে যেখানেই নামাযের কথা বলেছেন সেখানে যাকাতের কথা বলেছেন। ইসলামী নামাযের মধ্যে ইসলামী সমাজের চিত্র অংকন করা হয়েছে। এক নেতার পিছনে গোটা মুমেন সমাজ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় এবং তার সাথে রুকু সিজদা করে। ইসলামী সমাজে এই শৃংঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যও নামাযের একটি দিক আর সে লক্ষ্য অর্জিত হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের আপামর জনগণের পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি করা না যায় বা সমাজ থেকে দুঃখ দারিদ্র দূর করা না যায়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রবর্তিত হয়েছে যাকাত ব্যবস্থা। আর তাই নামাযের সাথে সাথে যাকাতের কথা বলে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, তোমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে না যদি সমাজের গোটা মানুষের মৌলিক চাহিদা—খাওয়া, পান করা, পরিধেয় এবং বাসস্থানের চাহিদা না মেটাতে পার। তাই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যাকাত ইসলামী অনুশাসনের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক। সমাজের মধ্যে যে

শ্রেণীটি সচ্ছল ইসলামী পরিভাষায় সাহেবে নেসাব (যাদের কাছে সারা বৎসর সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা উহার মূল্য জমা থাকে) বলে। সাহেবে নেসাব ব্যক্তিবর্গ তাদের কাছে জমান সম্পদের উপর ৪০ ভাগের ১ ভাগ হারে যাকাত প্রদান করবে। যাকাত সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন—আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যাকাত দাও। যারা এভাবে যাকাত দেয় তারা তাদের ধন-সম্পদের কোন ক্ষতি করে না বরং তাদের মাল বৃদ্ধি পায়। (সূরা-রূম : ৪০ আয়াত) ভিন্ন ভিন্ন ধন-সম্পদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যাকাতের হার নির্ধারিত রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্যে 'মাসালা যাকাত' এবং 'ইসলামী ইবাদত' পুস্তক পাঠ করা যেতে পারে। স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামী শরীয়াত মোতাবেক যাকাত যুগ-ইমামের নিকট পৌছা আবশ্যক। নিজে নিজে ইহা বণ্টন করা সঙ্গত নহে। তবে যদি কোন বন্ধু যাকাতের অর্থ নিজ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বণ্টন করতে চান তবে নেযামের অনুমতি ব্যতিরেকে তা করতে পারেন না।

যাকাত প্রসঙ্গে আর একটা কথা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য যে, সাহেবে নেসাব ব্যক্তিগণ যাকাত আদায় না করে বহুগুণে অন্যান্য চাঁদাদি আদায় করলে তাতে যাকাতের শর্ত আদায় হবে না। কেননা যাকাত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয তাই তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী হয়ে থাকবেন। এখানে এ কথা উল্লেখ করলে অনর্থক হবে না যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন।

তাই যাকাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যথারীতি যাকাত আদায় করার জন্যে সংশ্লিষ্ট আহ্‌মদী ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। যারা যাকাত আদায় না করবে আঁ-হযরত (সাঃ) এর নিম্নোক্ত উক্তি তাদের সামনে রাখছি—যে মালদার ব্যক্তি নিজেদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে না তাদের ধন-সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং উত্তপ্ত শলাকা দ্বারা তাদের কপালে এবং মুখ-মণ্ডলে ছেঁকা দেয়া হবে এবং এই শাস্তির মেয়াদ ৫০ হাজার বছরের সমান হবে। (মিশকাত)

উল্লেখ্য যে, যাকাত স্থানীয়ভাবে আদায় করা যায় কিন্তু সাকল্য অর্থ কেন্দ্রে পাঠান জরুরী।

(চলবে)

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
ইন্সপেক্টর বায়তুল মাল
বাঃ আঃ আঃ

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত ; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন ; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আনসারুল্লাহ্ বার্তা

আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পূর্ববর্তী সংখ্যায় মজলিসে আনসারুল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করার প্রারম্ভে আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের শপথ নামা বা আহাদ নামা দিয়ে শুরু করেছিলাম। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কর্তৃক উল্লেখিত শপথনামার মধ্যেই আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র নামকরণকেই যদি ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে এর যে সুদূর প্রসারী কার্যক্ষেত্র রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'আনসারুল্লাহ্' অর্থাৎ "আল্লাহ্‌তা'লার সাহায্যকারী" খুবই ছোট করে বলা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বিরাট মহীরূহ : দুটি অংশ : 'হুকুকুল্লাহ' ও 'হুকুকুল এ'বাদ —আল্লাহ্‌তা'লার হক এবং বান্দার হক, এই দুটিই এই মজলিসের প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব। ইনশাল্লাহ্, এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। এখন আমরা বয়সের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি।

নবী রসূলগণের সুন্নত অনুযায়ী চল্লিশোর্ধ বয়ঃপ্রাপ্তি পুরুষগণ আল্লাহ্‌তায়ালার দৃষ্টিতে পূর্ণতা অর্জনে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। প্রথম ৪০ বছর মানুষের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যই প্রয়োজন হয়ে থাকে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়ার পরই ফল লাভের আশা করা যায়। ধর্মীয় ইতিহাসে আমরা অসংখ্য নযীর দেখতে পাই। একদা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ—আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ৪০টি বছরের কি হবে—আমি আল্লাহ্‌তা'লার কাছে এই ৪০ বছর সম্পর্কে কি জবাব দেব? জবাবে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন আপনি সেই ৪০ বছর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন, যেই মাত্র বীজ পেলেন আর তখনি বীজটি বপন করে দিলেন। এখন তা ফলে ফুলে সুশোভিত হবে।

ছায়াদার বৃক্ষ হঠাৎ করেই বড় হয়ে যায় না, অতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, ডাল পালা বের হয়ে পরিণত বয়স হতে এসব বৃক্ষের বহু বছর সময়ের প্রয়োজন হয়। শুনা যায়, 'বৃদ্ধ' হয়েছে, 'বুড়ো' হয়েছে, 'চুল পেকেছে' ইত্যাদি রসালো শব্দ। প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া, পূর্ণতা লাভ করা, বুদ্ধির পক্কতা, ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা, দায়িত্ব পালনে একাগ্রতা ইত্যাদি গুণগুলি অর্জিত হওয়ার পরই ঐ বয়সেই প্রেরিত নবী-রসূলদের আল্লাহ্‌তা'লা নবী রসূল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ইসলামে শতাব্দীর মুজাদ্দেদগণের জীবনীও

এ বয়সের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। দুনিয়াবী আইনেও দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের সর্ব নিম্ন বয় সসীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, বর্তমানে বহু দেশের শাসনতন্ত্রে ৩৫ বছরের নিম্নে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না। অবশ্য আগে এ সময় সীমা ৪০ বছর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারও বেশী ছিল!

যারা ৪০ বছর, বয়সে উপনীত হয়েছেন বা আরো বেশী হয়েছেন তাদের দুঃচিন্তার কোন কারণে নেই। সফলতার শুরুই হয় ৪০ বছরের পরে। কথায় বলে—চল্লিশ হেলা খেলায় চলে যায়, আশিই হলো জীবনের আশার আলো, যা আসবে।

অতএব, তাদের উপর পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংশোধন করার অপরিসীম দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, যা তাদের নিজেদের জীবনে পালন করে আদর্শ পরিবার, আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র ও আদর্শ পৃথিবী গড়ার ভূমিকা রাখতে হবে। নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টির বীজ আল্লাহ্‌তা'লা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর মাধ্যমে বপন করেছেন। এখন মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই গড়ে উঠবে নতুন পরিবার, নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র, তারপর হবে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী। আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন "কু আনফুসাকুম ওয়া আহ্‌লেকুম নারা" অর্থাৎ তোমরা এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও (সুরা-তাহরিম : আয়াত-৭)

আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের দায়িত্ব শুরু হবে নিজেদের ঘর থেকে। সন্তানদের ধ্বংসের হাত থেকে এবং বর্তমান সময়ে পৃথিবীময় সর্বগ্রাসী আগুন থেকে মানব সম্প্রদায়কে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের। আমরা যে শপথনামা পাঠ করে যাত্রা করেছি তাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আসুন আমাদের দায়িত্ব পালন করি। অতীতের ন্যায় আমরা গৃহে প্রবেশকালে এবং বাহির হওয়ার সময় নিজ গৃহবাসীকে শান্তির আহ্বান জানিয়ে অর্থাৎ "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলে শান্তি কামনা করে পরিবেশকে শান্তিময় করি। প্রতিদিন অন্ততঃ ফযর ও এ'শার সময়ে পরিবারের সবাকে নিয়ে বা-জামাত নামায প্রতিষ্ঠা করি। সকল ঘরে ফযরে কয়েকটি আয়াত হলেও যেন দরসের ব্যবস্থা থাকে। মাগরিবে হাদীস এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাবাদি হতে পাঠ করার ব্যবস্থা থাকে, এর ফলে আল্লাহ্‌তা'লার ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহ্‌ তাঁর ফিরিশ্‌তা দ্বারা আমাদের ঘরকে সর্বগ্রাসী আগুন হতে রক্ষা করবেন।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
এডিশন্যাল মোতামাদ উমুমী
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌

লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সকল বিভাগীয় নাযেম, জেলা নাযেম ও স্থানীয় জয়ীমে আলা, যয়ীম এবং সকল আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, পাক্ষিক আহ্‌মদীতে 'আনসারুল্লাহ্‌র বারতা' পাতায় নিম্নলিখিত বিষয়ে খাকসারের নিকট কাগজের এক পৃষ্ঠায় মোট ২ কপি লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে ঃ

১। আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের কর্মে উদ্দীপনা সৃষ্টি হতে পারে এমন ঈমান বর্ধক লেখা/প্রবন্ধ/নিবন্ধ ইত্যাদি।

২। সংক্ষিপ্তাকারে স্থানীয় মজলিসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীসহ, তালীম তরবীয়ত, তবলীগ, মোখালেফাতের মোকাবেলা, প্রথম হতে আজ পর্যন্ত স্থানীয় মজলিসের যয়ীমে আলা/যয়ীমদের নাম,, মজলিসে আমেলার সদস্যদের নাম, সন সহ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

৩। যারা ইন্তেকাল করেছেন বা এখনো জীবিত আছেন এমন আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী (সম্ভব হলে ছবিসহ)

৪। আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের ইন্তেকালে শোক সংবাদ, বিস্তারিতভাবে জন্ম তারিখ, উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী, মৃত্যুর তারিখ স্থান, ছেলে মেয়ের সংখ্যা ইত্যাদি। সম্ভব হলে ছবিসহ।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
এডিশন্যাল মোতামাদ উমূমী
বাংলাদেশ মজলিসে আনাসারুহ্

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত লেখা আহ্বানের পরও যদি কেউ লেখা না পাঠান তাহলে পরবর্তীতে কোন অভিযোগ গ্রহণীয় হবে না।

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফিরিশ্‌তা তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তা'লার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।" (কিশতিয়ে-নূহ)

—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

মহিলাঙ্গন

আহ্‌মদী মহিলাগণ বেপর্দেগীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন

যখন এই সমস্ত কথা আমার নিকট পৌঁছিল তখন আমার ভগ্নীকে বলিলাম যে আপনি কেন দুঃখ-ভারাক্রান্ত হইতেছেন? ইহা তো আমার ফয়সালা ছিল। এই বেদনা আপনার হৃদয়েও থাকা উচিত নয়। ইহাতো আমার হৃদয়ে স্থানান্তরিত হওয়ার হক্ রাখে। আপনি আমাকে দিয়া দিন, আমি বুঝিব এবং আমার খোদা বুঝিবেন। আপনি কখনও দুঃখিত হইবেন না এবং বিনা দ্বিধায় আপনারা কাজ করিয়া যান। আমিই যিম্মাদার। আপনার উপর কোনও যিম্মাদারী বর্তাইবে না। এই সময় আমার স্মরণ হইল ইসলামের প্রথম যুগেও এই-রূপই ঘটিয়াছে।

আমি কি এবং আমার ক্ষমতাই বা কি! আমি তো হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের গোলামদেরও গোলাম। আমি একজন গুনাহ্‌গার ও দুর্বল মানুষ। জানি না কেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এই ওহ্‌দায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু আমি যেমনই ছিলাম এবং যেমনটিই আছি না কেন এই ওহ্‌দার যিম্মাদারী নিশ্চয় আমি পালন করিতে চেষ্টা করিব। আমি দুনিয়ার কোন পরওয়া করি না। আমি এত শক্তি রাখি না যে, মৃত্যুর পর খোদার হুযূরে জবাবদিহি করিতে পারি। এই জন্য দুনিয়ার কথাতো আমি বরদাস্ত করিব। কিন্তু খোদার হুযূরে জবাবদিহি করিতে হইবে ইহা আমি কবুল করি না। সুতরাং আমি আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে বলিলাম যে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইহার পূর্বেও লোকেরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকেও ছাড়ে নাই। আর আমার কি-ই বা পদমর্যাদা আছে?

বিভিন্ন ফয়সালা বিভিন্ন নিয়তে করা হয় এবং বিভিন্ন নিয়ত উহাদের উপর আরোপ করা হইয়া থাকে। যেমন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর আনুসঙ্গিক ব্যস্ততা হইতে অবসর হওয়ার পর মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে একটি ঘটনা ঘটিল। মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর যে সমস্ত মোহাজের নিজদের গৃহে পুনর্বাসিত হইতেছিলেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম মালে-গনিমত হইতে অনেক কিছু তাহাদিগকে দান করিলেন এবং ঐ সমস্ত আনসার যাহারা তাঁহার সহিত মদিনা হইতে আগমন করিয়াছিলেন তাহারা প্রায় শূন্যহস্তে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। এই সময় এক হতভাগা আনসারী এই আপত্তি উত্থাপন করিল যে, ইনি এক অদ্ভুত রসূল, যিনি লোকদিগকতো ন্যায়বিচারের

উপর প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তাঁহার নিজের অবস্থা এইরূপ যে, মালে গনিমত স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনদেরকে দিয়া দিলেন, যদিও আমাদের তলোয়ার হইতেই রক্ত ঝরিতেছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া অঁ-হযরত (সাঃ) অত্যন্ত দুঃখীত হইলেন। কিন্তু তিনি এই জাতীয় কথায় অভ্যস্ত ছিলেন। এইজন্য এই ব্যক্তির কথায় কোন পরওয়া করিলেন না। তিনি আনসার ও মোহাজেরগণকে একত্রিত করিলেন এবং বলিলেন যে আমার নিকট এই কথা পৌঁছিয়াছে। যখন আনসারগণ এই কথা শুনিলেন তখন তাহারা হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ইহাতে আমাদের কোন অপরাধ নাই। আমাদের মধ্য হইতে এক জাহেল এই কথা বলিয়াছে। রসূল করীম (সাঃ) বলিলেন, আমার কথাতো শুন! এই ব্যক্তি ইহা দেখিয়াছে এবং তাহার হৃদয়ে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে। আমার কি নিয়ত ছিল তাহা তোমাদিগকে জানানো আমার কর্তব্য। তারপর বলিলেন, ইহা আমার ফয়সালা ছিল যে, এখন আমি এই শহরে অর্থাৎ মক্কায় বসবাস করিব না, যে শহর হইতে আমাকে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। বরং আমি ঐ আনসার ভাইগণের নিকট ফিরিয়া যাইব যাহারা হিজরতের সময় আমাকে সাহায্য করিয়াছিল। এই জন্য আমি ভাবিলাম যে, মালে-গনিমত ও পার্থিব সামগ্রী এই লোকদিগকে দিব এবং খোদার রসূল তোমাদের সংগে চলিয়া যাইবে। সুতরাং তোমরা এই কথাও তো বলিতে পারিত যে, মোহাজেরেরা ছাগল-ভেড়া সংগে লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে এবং আমরা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌কে সংগে করিয়া লইয়া যাইতেছি যাহার খাতিরে বিশ্বজগতকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। মোট কথা, এক ধরণের প্রতিক্রিয়া এইরূপও হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

ইউ নাই টেড চা মানেই ভাল চা

ইউনাইটেড টি কোঃ

ইউনাইটেড চা স্বাদে, গন্ধে ও তৃপ্তি অতুলনীয়

বাগানের সেরা চায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠান

১০৩, দক্ষিণ মুগ্ধাপাড়া, ঢাকা-১৪

আপনার পত্র পেলাম

জনাব মুস্তফা বাবুল সাহেব,
সম্পাদক, পূর্বাভাষ।

প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার ২১-১-৮৮ ইং তারিখের পত্র পেলাম।

বিশ্বনবী ও বিশ্বনেতা হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর সত্যিকার অনুসারী হিসাবে আপনার সত্য জানার আগ্রহ দেখে খুশী হলাম। আপনি আমাদের বেশ কয়েকটি পুস্তক পড়ার পর যে প্রশ্নটি লিখে পাঠিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ।

আপনার প্রশ্ন ছিল যে, প্রতিশ্রুত খাতামুল আওলাদ এর দাবীকারক মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে আহ্‌মদীয়ার মধ্যে এক বিন্দু মতানৈক্য দেখা দিলে বা দল সৃষ্টির প্রয়াস থাকিলে এই জামায়াতের অবস্থাও পূর্বানুরূপ হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?

প্রশ্নের উত্তর :- (১) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তাঁর পুস্তক "আল ওসীয়্যত" এর (বাংলায় অনুবাদকৃত) ৬, ৭ ও ৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে :—খোদাতা'লা প্রবল নিদর্শন সমূহ দ্বারা নবীগণের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যে সাধুতা তাঁহারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান খোদাতা'লা তাহার বীজ তাহাদের হস্ত দ্বারা বপন করেন কিন্তু তাহা তাহাদের হস্তে পূর্ণতা লাভ করে না। বরং এমন সময় তাহাদিগকে মৃত্যু দেওয়া হয় যখন বাহ্যিকভাবে এক প্রকার অকৃতকার্যতাব্যঞ্জক ভয় ভীতি বিদ্যমান থাকে এবং তিনি বিরুদ্ধ-বাদীদিগকে হাসি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করিবার সুযোগ দেন। এইরূপে বিরুদ্ধবাদীগণ হাসি ঠাট্টা করিলে পর খোদাতা'লা আবার তাঁহার শক্তির অপর দিক প্রকাশ করেন এবং এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সমূহ যাহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছিল পূর্ণতা লাভ করে। বস্তুতঃ খোদাতা'লা দুই প্রকার কুদরত বা শক্তি ও মহিমা প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ নবীগণের যুগে তাঁহার শক্তির একহস্ত প্রদর্শন করেন। অতঃপর, অপর হস্ত এমন সময় প্রদর্শন করেন; যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করিয়া মনে করিতে থাকে যে, এই বার নবীর কার্যকর্ম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদের এই প্রত্যয় জন্মে যে, এখন এই জামায়াত ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং এমন কি জামায়াতের লোকগণও চিন্তিত হইয়া পড়েন ও তাহাদের কটি দেশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুর্তাদ হইয়া যায়। তখন খোদাতা'লা পুনরায় তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামায়াতকে রক্ষা করেন, যেমন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সময় হইয়াছিল। তখন আঁ-হযরত (সাঃ) এর মৃত্যুকে এক প্রকার অকাল মৃত্যু মনে করা হইয়াছিল এবং বহু মরু নিবাসী অজ্ঞ লোক মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এবং সাহাবাগণও

(রাঃ) শোকাভীভূত হইয়া উন্মাদের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন খোদাতা'লা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) কে দণ্ডায়মান করিয়া পুনরায় তাঁহার শক্তি ও কুদরতের দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ইসলামকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, যাহা তিনি বলিয়াছেন।

يمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا (سورة نور ٥٦)

অর্থাৎ :—"ভয়ের পর আমি তাহাদিগকে আবার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিব।" হযরত মুসা (আঃ) এর সময়ে এমনই হইয়াছিল। হযরত মুসা (আঃ) পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বনী ইসরাঈলদিগকে গন্তব্য স্থানে উপনীত করিবার পূর্বেই মিশর হইতে কেনানের পথে মৃত্যু বরণ করিলে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তাঁহার মৃত্যুতে শোক ও আর্তনাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তৌরিতে যেরূপ উল্লেখ আছে যে, বনী ইসরাঈলগণ এই অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর হইয়া হযরত মুসা (আঃ) এর এই আকস্মিক বিচ্ছেদের ফলে ৪০ দিবস পর্যন্ত রোদন করিতেছিল। সেইরূপ ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ) এর সময়ও ঘটিয়াছিল ক্রুশের ঘটনা কালে তাঁহার সকল শিষ্য বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে একজন ধর্মচ্যুতও হইয়াছিল।

সুতরাং হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল হইতে আল্লাহ্‌তা'লার এই বিধানে রহিয়াছে যে, তিনি দুইটি শক্তি (নবী ও খলীফা) প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুইটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করিয়া দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হইতে পারে না যে, খোদাতা'লা তাঁহার চিরন্তন নিয়ম পরিহার করিবেন। এইজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলিয়াছি, তাহাতে তোমরা চিন্তাকুল হইও না, তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়, কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন, এবং ইহার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়ঃ কারণ, উহা স্থায়ী। উহার ধারাবাহিক শৃংখল কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসিতে পারে না, কিন্তু আমি যাওয়ার পর খোদা তোমাদের জন্য সেই "দ্বিতীয় কুদরত" প্রেরণ করিবেন। তাহা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিবে।'

হযরত মির্যা সাহেবের উক্ত উদ্ধৃতিতে বুঝা যায় যে, শুরু থেকে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌তা'লার এ নিয়ম চলে আসছে, নবীর মৃত্যুর পর সত্য প্রকাশের জন্য আল্লাহ্‌ "দ্বিতীয় কুদরত" দেখিয়ে থাকেন।

(২) দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। আসুন দেখি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উম্মতের অবস্থা কি হয়েছিল? ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে নিশ্চয় আপনারা অবগত আছেন। উম্মতে মুহাম্মদীয়া তখন নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। বহু মুর্তাদ হয়ে গিয়েছিল এবং দুই দলের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই উম্মত যাকে কুরআনে করীমে "খায়রে উম্মত" বলা হয়েছিল, তা' অবশেষে ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। যদি সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর মৃত্যুর পর এ রকম অবস্থা সৃষ্টি হয় তা'হলে হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর ধর্ম ইসলামের সত্যতার উপর আপত্তি আসবে কি? তা'হলে অন্য কারও বেলায় তা কেন সৃষ্টি হবে না? নিশ্চয় হবে, কারণ ইহাই খোদার বিধান, এতে কোন ব্যতিক্রম নেই।

(৩) ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর সময় সকল মানব যদি এক উম্মতে পরিণত হয়ে যায়, তা'হলে নিম্নের আপত্তিগুলি উঠবে :—

ক) তা'হলে যে কাজ সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী করতে পারেনি সে কাজ তাঁর এক নগণ্য খাদেম কি ভাবে করতে পারে।

খ) সমস্ত দুনিয়ায় যদি ইসলামের ফিরকাগুলি একত্রিত হয়ে যায়, তা'হলে কিয়ামত কাদের উপর আসবে।

গ) কুরআন করীমে এবং হাদীসে এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী নেই যে, ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর পর কোন ভুল ভ্রান্তির সৃষ্টি হবে না বস্তুতঃ আয়াত—"ইস্তেখলাফে" আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, মতভেদ হবে, তারপর আল্লাহ্‌ তাঁর সাহায্যের প্রকাশ করবেন। সে আয়াত তো কখনও রহিত হবার নয়।

(৪) আহ্‌মদীদের মধ্যে যে দুই দলের সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কারণ হলো "মুনাফিকাত", ক্ষমতার লোভ এবং সত্যকে সঠিক ভাবে গ্রহণ না করা। কিন্তু আজ খোদাতা'লার সত্য দল কোনটি তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। আজ লাহোরী দল বিলুপ্ত প্রায়, অপরদিকে আজ জামায়াতে আহ্‌মদীয়ার বিশ্বে ১১৪টি দেশে আহ্‌মদীয়া মুসলীম মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে তবলিগী তৎপরতা চালানো হচ্ছে, কলেমার দাওয়াতের মাধ্যমে বিধর্মীকে মুসলমান বানাচ্ছে মসজিদ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করছে। বহুল প্রচলিত ভাষায় কুরআনের তরজমা প্রকাশ করা হচ্ছে, ব্যাপকভাবে মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। আগামী ২৩শে মার্চ, ১৯৮৯ইং সনের ভিতর পৃথিবীর একশত ভাষায় কুরআনের তরজমা প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে তাকালেই আহ্‌মদীয়া জামায়াতের কর্মতৎপরতা ও লাহোরী দলের গুটি কতক লোকের মধ্যে তুলনা করলেই সত্য প্রকাশ পাবে।

(৫) দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম যে, মুমেনদের সাথে শয়তানের শত্রুতা লেগে থাকবেই এইজন্য আল্লাহ্‌তা'লা মুমেনদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে নিম্নে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে :-

كونوا مع الصادقين -

অর্থাৎ, সত্যবাদীদের (সম্মান করে) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আশাকরি আপনি তাই করবেন এবং আশাকরি আমাদের এই উত্তর হয়তঃ আপনার মনপূঃত হবে। খোদার নিকট দোয়া করবেন, আমরাও দোয় করি খোদাতা'লা যেন আপনাকে সত্যকে বুঝার ও চিনবার তৌফিক দান করেন। আমীন।

উত্তরের অপেক্ষায় আছি।

ওয়াস্‌সালাম।
খাকসার
মৌঃ সালেহ আহ্‌মদ
সদর মুরব্বী
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

আপনার স্বাস্থ্য

বিড়ঙ্গ

শিশুদের ক্রিমিজনিত অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, অতিসার = বিড়ঙ্গ চূর্ণ এক হতে ২ ড্রাম মাত্রায় চিনি অথবা খাঁটি মধুর সাথে খালি পেটে কয়েকদিন সেবন করলে গোল কেঁচো জাতীয় ক্রিমি বা ফিতা ক্রিমি বের হয়ে যায়। মধুর সাথে সেবনে বেশী ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ মধু নিজেও একটি ঔষধ। (দেখুন সূরা নাহ্‌ল)। মধুর সাথে বিড়ঙ্গ সেবনে এক স্কুল শিক্ষকের ছেলের পেট হতে ১৮-১৯ হাত লম্বা একটি ক্রিমি পড়েছিল। এই ঔষধে পেটও ভাল হবে।

বিড়ঙ্গ এতে মাসকালাই ডালের মত। ইহাতে কোন স্বাদ বা বিস্বাদ নাই। সব বানিয়াতি দোকানে ইহা পাওয়া যাবে।

ডাবের পানি ক্রিমি মারে

অবিশ্বাস্য হলেও ইহা সত্য ও পরীক্ষিত যে ডাবের পানিতে ক্রিমি মরে যায়। ক্রিমিগ্রস্থ শিশুকে কিছু পরিমাণ গুড় খাওয়াবেন। গুড়ের লোভে ক্রিমিগুলি পেটে জমা হবে। পনের মিনিট পরে প্রচুর পরিমানে ডাবের পানি সেবন করান। রোজ ২ বার করে কয়েক দিন এরূপভাবে খাওয়ান। এতে ক্রিমি মরে যাবে। নাটোরের একজন আহ্‌মদী ঢাকা আসলে আমাকে বলেন "আপনি যে ঔষধ খাওয়াতে বলেছিলেন, তাতে আমার বাচ্চার ক্রিমি মরে পড়ে গিয়াছিল।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ঔষধ খেতে বলেছিলাম? তখন তিনি বললেন "আপনি গুড় খাওয়াইয়ে ডাবের পানি খাওয়াতে বলেছিলেন।"

মুক্তাঝুরি বা মুক্তঝুরি বা মক্তবর্ষী

ছোট ছেলেমেয়েদের ক্রিমি হলে, এর পাতার রস গরম করে ঠাণ্ডা হলে ছেকে খাওয়ালে ক্রিমির উপদ্রব কমে যায়। কিন্তু পাতার রসের সাথে রসুনের রস মিশিরে খাওয়ালে ক্রিমি নষ্ট হয়। আপনার শিশুর পায়খানা হচ্ছে না ইহার কয়েকটি পাতা পুরাতন ঘৃতের সঙ্গে বেটে পানের বোটার সাহায্য বা কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা সরলান্ত্রে প্রবেশ করিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ মলত্যাগ হয়।

ক্রিমি হত্যার নিম

ক) নিম গাছের মূলের বাকল বড় ক্রিমির জন্য অব্যর্থ। বাচ্চাদেরকে এর কার্থ (রস) তিন ঘন্টা পর পর আধ আউন্স পরিমাণ সেব্য। বাকল চূর্ণও দেওয়া যায়।

খ) প্রত্যহ সকালে ২ আনা পরিমাণ নিমছাল চূর্ণ কিঞ্চিত লবন সহ খেলে ক্রিমি মরে যায়।

গ) এক তোলা পরিমাণ নিম পাতার রস প্রত্যহ কিছু দিন মধু সহ সেবনেও ক্রিমি পড়ে যায়। এতে স্বাস্থ্যও ভাল হয়। নিম পাতার রস রক্ত পরিষ্কারক। নিম পাতার রস জ্বর, ম্যালেরিয়া ও রক্ত দূষিতার ঔষধ।

তেতুঁল পাতা বা উচ্ছে পাতা

এক আনা পরিমাণ তেঁতুল পাতার কাথ বা উচ্ছে পাতার রস কিছুদিন সেবন করলে যে কোন ধরণের ক্রিমি রোগ আরোগ্য হয়। উচ্ছে পাতার রস গরম পানির সাথে সেব্য।

—মীর্যা আলী আকন্দ

খোদ্দামের কথা

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গোল্ডেন জুবিলী উদযাপিত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযল ও করমে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও সাফল্যের সহিত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার কেন্দ্রীয় মজলিসের উদ্যোগে ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগ হল রুমে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'গোল্ডেন জুবিলী' উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ দিবাগত রাত ৪-৪৫ টায় ব,-জামাত তাহাজ্জুদ নামায, বিশেষ দোয়া করা হয় এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টায় একটি গরু সদকা দেওয়া হয়। ঐদিন বিকাল ৪-৩০টায় আনন্দঘন ও মনোরম পরিবেশের মধ্যে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রায় ২০০ জন আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও কিছু সংখ্যক গয়ের আহ্‌মদী ভ্রাতাও উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া পাকিস্তান ও মরিসাস থেকেও কয়েকজন আহ্‌মদী ভ্রাতা যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অনুরূপ অনুষ্ঠান বাংলাদেশের ৬৫ মজলিসেও পালিত হয়েছে।

মোহতরাম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ মোহাম্মদ আবদুল হক, আহাদ পাঠ করেন মোহতরাম ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ এবং একটি উর্দ্দু নযম পড়ে শুনান জনাব কাওসার আহমদ। এর পরে "খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পঞ্চাশ বছর পূর্তি" এ বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী, ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ। তিনি তাঁর ভাষণে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। অতঃপর, বর্তমান সংকটময় মুহূর্তে খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য ; আপনার সময়ে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ; নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ; যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হইতে পারে না এবং বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য যুব-সংগঠন ও খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষ তথ্য বহুল ও অভিজ্ঞামূলক বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে (১) ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ ; (২) জনাব শাহ মোহাম্মদ সোলায়মান, প্রাক্তন রিজিওনাল কায়েদ, মঃ খোঃ আঃ ; (৩) জনাব অধ্যক্ষ মুসলেহ উদ্দীন খাদেম, প্রাক্তন রিজিওনাল কায়েদ, মঃ খোঃ আঃ ; (৪) জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, প্রাক্তন নায়েব সদর, বাঃ মঃ খোঃ আঃ ; (৫) জনাব আলহাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী, প্রাক্তন রিজিওনাল কায়েদ, মঃ খোঃ আঃ।

জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন—আজ পৃথিবীতে যতগুলি বড় বড় সমস্যা রয়েছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম বিষয় হলো এই যুব সমস্যা। কেননা যুবকদের সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত কোন পরিবার কোন সমাজ, কোন দেশ এথবা জাতিসমূহ সত্যিকার অর্থে উন্নতি, শান্তি ও শৃংখলার অধিকারী হতে পারে না। তিনি আরও বলেন—বর্তমান কালে বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পুনঃজাগরণের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশে আহ্‌মদীয়া জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জামায়াত ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে শান্তিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক আন্দোলন পরিচালনা করেছে। বর্তমানে পৃথিবীর ১১৪টি দেশে নিয়মিত ভাবে প্রচার কার্য চালাচ্ছে এবং জামায়াতের সদস্যদের উপযুক্ত শিক্ষা ও তরবীয়াতের জন্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই সকল ব্যবস্থার অন্যতম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যুবকদের উপযুক্ত পার্থিব শিক্ষার সংগে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়েও যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করা এবং এই উদ্দেশ্যে সকল আহ্‌মদী পরিবার, স্থানীয় জামায়াত এবং যুব সংগঠন গুলিকে পরিচালিত করা। জনাব আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর এক উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—বংশ পরাম্পরায় ইসলামের শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া গঠন করা হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়াকে 'ইসলামের সেবক' দল বলে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন—ইসলামের সর্বপ্রকার নির্দেশাবলী পূর্ণ করাই মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক মানুষেরই এই অকাট্য মৌলিক চাহিদা রয়েছে। তাই যুবকদের মৌলিক চাহিদাকে পূরণ করার জন্যই মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া। জনাব চৌধুরী সাহেব বলেন—বিশ্বের অন্যান্য সংগঠন এই মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম। তাই আজ সারা পৃথিবী ব্যাপী অন্যায় অত্যাচার ও অরাজকতা পরিপূর্ণ। এই নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া আদর্শস্থানীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। তিনি এক পর্যায়ে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়াকে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সাথে এবং লাজনা এমউল্লাহ্‌কে বিবি হাজেরা (রহঃ)-এর সাথে তুলনা করেন। এর পরে একটি বাংলা নযম পেশ করেন জনাব এব্রায়েতুল হাসান। অতঃপর, সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সভাপতির ভাষণে মোহতরাম ন্যাশনাল আমীর সাহেব আহমদীয়া জামায়াতের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন—যে আহ্‌মদীরা কোন উৎসব অনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ রাখে না এবং আনন্দ সর্বস্ব বলে গণ্য করে না। তারা এসবকেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ, সাংগঠনিক প্রক্রিয়া জোরদার করা ও ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্য নিয়েই পালন করে থাকে। কারণ, খেলাফতের অধীনে আহ্‌মদীয়া জামায়াত একটি সুসংগঠিত জামায়াত। তিনি আরও বলেন—পৃথিবীতে অনেক সংগঠন রয়েছে, অথচ এদের কোন স্থায়ীত্ব নেই। কিন্তু ধর্মের নামে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ৫০ বছর কেন, যতদিন খেলাফত

থাকবে ততদিন এ সংগঠন টিকে থাকবে। তিনি সবাইকে বর্তমান অবক্ষয়ের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, যেখানেই আমাদের জামায়াত রয়েছে—তারা যেন আশে পাশের সবাইকে আল্লাহ্‌তা'লার দিকে আহ্বান করে বিশেষ করে বর্তমান যুব সমাজকে আহ্বান জানিয়ে এই নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচানোর জন্য তাকিদ দেন। পরিশেষে তিনি সকলকে পরস্পরের সহিত সু-সম্পর্ক কায়েম করার জন্য আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ৫০ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার প্রাক্তন রিজিওনাল কায়েদ, নায়েব সদর ও ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবগন উপস্থিত ছিলেন এবং তাদেরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সামান্য মেডেল তোহফা দিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে উপস্থিত সকলের মধ্যে 'প্যাকেট লাস্স' বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও সুন্দর রূপে পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ জাফর আহমদ,

মোহাম্মদ আবদুল হাদী
ন্যাশনাল কায়েদ
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

বাংলাদেশের বিভিন্ন মজলিসে "গোল্ডেন জুবিলী" উৎসব উৎযাপিত

ধানীখোলা ঃ কেন্দ্রের নির্দেশ মোতাবেক যথা সময়ে ধানীখোলা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে "গোল্ডেন জুবিলী" অনুষ্ঠান উৎসব পালন করে। তাহাজ্জুদ নামায বাদ এই উৎসব শুরু হয় এবং পরের দিন সদকা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব কাইমুস সুরায়েম, হাফিজ উদ্দীন আহমদ, মনজুর আনাম (এডভোকেট), ডাঃ মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান।

রাজশাহী ঃ রাজশাহী মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ৩রা ফেব্রুয়ারী তাহাজ্জুদ নামায বাদ ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে "গোল্ডেন জুবিলী" অনুষ্ঠান শুরু করে এবং পরের দিন ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সদকা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব বি, এ, এম, এ সাত্তার, তারেক আহমদ চৌধুরী ও বেশ কিছু খাদেম। এস্তেমায়ী দোয়া ও আন্তরিক কোলাকুলির মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

খুলনা ঃ পরম করুণাময়ের অপার অনুগ্রহে খুলনা মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যাগে যথাযোগ্য মর্যাদায় মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে কর্মসূচী খুলনা আহ্‌মদীয়া মসজিদে ৩রা ফেব্রুয়ারী তাহাজ্জুদ নামায বাদ শুরু হয়। পরের দিন সকালে সকলকে নাস্তা খাওয়ানো এবং সদকা দেওয়া হয়। ঐদিন বিকালে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন সর্ব

জনাব মাওলানা আনিসুর রহমান (সদর মুরব্বী), আব্দুল আযীয (বিভাগীয় কায়েদ, খুলনা) হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ, (কায়েদ, খুঃ মঃ খোঃ আঃ), এন, এ শামীম আহমদ (নায়েব কায়েদ)। বিভিন্ন নায়েমগণও বক্তব্য রাখেন। উক্ত সভায় ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিল এবং তাহাজ্জুদ নামাযে ২৫জন খাদেম উপস্থিত ছিল।

নারায়ণগঞ্জ ঃ কেন্দ্রের নির্দেশ মোতাবেক নারায়ণগঞ্জ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ৫০ (পঞ্চাশ) বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে "গোল্ডেন জুবিলী" অনুষ্ঠান নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মসজিদে তাহাজ্জুদ নামায দ্বারা শুরু হয়। পরের দিন সদকা দেয়া হয়। বিকালে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ (প্রেসিডেন্ট), সালেহ আহমদ (সদর মুরব্বী), ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া (কেন্দ্রিয় প্রতিনিধি) চৌধুরী এ, টি, এম শফিকুল ইসলাম, বোরহানুল হক (জেলা কায়েদ, ঢাকা-ফরিদপুর) আবু তাহের ঢালী (কায়েদ) প্রবন্ধ পাঠ করেন সামসুদ্দিন আহমদ, মুজাফফর উদ্দিন আহমদ। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ১১০জন লোক উপস্থিত ছিল। সর্বশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে "গোল্ডেন জুবিলী" অনুষ্ঠান অতি সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয় আলহামদুলিল্লাহ। প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল বা-জামাত হালকা ভিত্তিক তাহাজুদ নামায। সকালে সদকা দেওয়া হয় এবং বিকালে আব্দুল আলীম সাহেবের বাসায় অতি সাজ সজ্জায় সজ্জিত করে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোবারক আহমদ, গোলাম নবী, মাহবুবুর রহমান, নঈম উল্লাহ, শফিউল আলম বরকত (জিলা কায়েদ), মোশারফ হোসেন, মঞ্জুর আহমদ, খন্দকার আনু মিয়া, ফজলুর রহমান জাহাঙ্গীর ও পরিশেষে সভাপতি জনাব আবদুল আলীম সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। সভাশেষে সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

দেশের আরও বিভিন্ন মজলিস থেকে উক্ত উৎসব পালনের খবর আসছে। ইনশাল্লাহ্‌ পরবর্তীতে ঐ সকল খবর প্রকাশিত হবে। আল্লাহ্‌তা'লা "গোল্ডেন জুবিলী অনুষ্ঠানে যোগদানকারী-দের সহায় হউন। আমীন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

নাসির উদ্দিন মিল্লাত

নায়েম এশায়াত

বাঃ মঃ খোঃ আঃ

আদরের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি খোদার ফযলে ভালই আছ। ২০শে ফেব্রুয়ারী ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। দিনটি মুসলেহ মাওউদ দিবস নামে প্রসিদ্ধ। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই দিনটিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লার তরফ থেকে জ্ঞান লাভ করে এক অনন্য সাধারণ পুত্রের খবর দুনিয়াতে প্রচার করেন। জন্মের আগেই যে সকল যুগ-পুরুষের ইতিহাস লেখা হয়েছিল তিনি তাঁদের একজন। তিনি হলেন হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)। আহ্‌মদীয়া জামায়াতের দ্বিতীয় খলীফা। বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রতিভাশালী, ব্যাপক কর্মজীবনের অধিকারী এই যুগ-স্রষ্টা পুরুষের জীবনালেখ্য আজ তোমাদের সামনে কতিপয় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আশা করি তোমরা এ উত্তরগুলো ভালভাবে শিখে রাখবে কেমন। তোমাদের কেমন লাগলো জানাবে। খোদা হাফেয।

ইতি

তোমাদের 'নানা ভাই'

প্রশ্ন : মুসলেহ মাওউদ অর্থ কি? তিনি কে?

উত্তর : মুসলেহ অর্থ সংস্কারক এবং মাওউদ অর্থ প্রতিশ্রুত। আহ্‌মদীয়া জামায়াতের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাজিয়াল্লাহু তা'লা আনহু) ই মুসলেহ মাওউদ।

প্র : তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি?

উ : তাঁর পিতার নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর মাতার নাম হযরত উম্মুল মুমেনীন নুসরৎজাহান বেগম (রাঃ)।

প্র : সবুজ ইশ্‌তেহার সম্বন্ধে কি জান?

উ : যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইসলামের দুরবস্থা দেখে আল্লাহ্‌তা'লার সমীপে ৪০ দিন ধরে বহু কান্না-কাটি করেছিলেন হুশিয়ারপুরে বসে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর কান্নাকাটি শুনলেন এবং তাঁকে বিস্তারিত বাক্য সম্বলিত একটি ইলহাম মারফত এক মহান পুত্রের সংবাদ দেন যার মাধ্যমে

ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের দ্বার অবারিত হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর এই ইলহাম ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সনে একটি প্রচার পত্র মারফত ঘোষণা করেন। এই ঘোষণাকে সবুজ ইশ্তেহার বলে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইশ্তেহারটির কাগজের রংও সবুজ ছিল।

প্র : ইলহামে তাঁকে কি কি গুণবাচক নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

উ : আনমুয়ায়েল (হিব্রু শব্দ অর্থ আমাদের সাথে আল্লাহ্), ফযলে উমর (দীর্ঘজীবনের আশিস প্রাপ্ত), কলেমাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্র বাণী) মযহারুল হক্ (সত্যের বিকাশ-স্থল) ইত্যাদি।

প্র : তিনি কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উ : ১৮৮৯ সনের ১২ই জানুয়ারী শুভ সোমবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

প্র : হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মৃত দেহের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন?

উ : তিনি বলেছিলেন, "যদি সমগ্র দুনিয়ার লোক আপনাকে পরিত্যাগ করে তাহলে আমি একাই সারা দুনিয়ার মোকাবেলা করব এবং কোন মোখালেফাত বা শত্রুতার পরওয়া করব না।"

প্র : ঐ সময় তাঁর বয়স কত ছিল?

উ : ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল ১৯ বৎসর।

প্র : তিনি কি পর্যন্ত লেখা পড়া করেন?

উ : তিনি কাদিয়ানের তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রাঃ) এর নিকট কুরআন মজীদ, হাদীস সহীহ বুখারী এবং মসনবী রুমী পাঠ করেন।

প্র : তিনি কখন হজ্জ করতে যান?

উ : ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্কা শরীফে হজ্জ করতে যান।

প্র : তিনি কখন খেলাফতের মসনদে আরোহন করেন?

উ : ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ রোজ শনিবার তিনি জামায়াতে আহ্মদীয়ার দ্বিতীয় খলীফার পদে নির্বাচিত হন।

প্র : তাহরীকে জাদীদ আঞ্জুমান কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ : বহির্দেশে ইসলামের তবলীগের জন্য তিনি ১৯৩৪ সনে এই আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্র : দেশের অভ্যন্তরে তালীম তরবীয়াতের জন্য তিনি কখন, কোন আঞ্জুমান কায়েম করেন?

উ : ১৯৫৭ সনে ওয়াক্ফে জাদীদ আঞ্জুমানের প্রতিষ্ঠা করেন।

প্র : জামায়াতের মধ্যে তিনি কি কি অঙ্গ সংগঠন, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন?

উ : তিনি বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন যেমন :

১। মজলিসে শুরা ও লাজনা এমাউল্লাহ ১৯২২ সনে।

২। মেয়েদের মাদ্রাসা (কাদিয়ান) ১৯২৫ সনে।

৩। নাসেরাতুল আহ্মদীয়া ১৯২৮ সনে।

৪। নুসরৎ জাঁহা গার্লস স্কুল (কাদিয়ান) ১৯২৯ সনে।

৫। মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ১৯৩৮ সনে।

৬। মজলিসে আতফালুল আহ্‌মদীয়া ১৯৪০ সনে।

৭। ফযলে উমর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ১৯৪৬ সনে।

প্র : তাঁর মুসলেহ মাওউদ হওয়ার ব্যাপারে কি ইলহাম হয়েছিল? তিনি কোথায়, কখন মুসলেহ মাওউদ হওয়ার দাবী করেন?

উ : ইলহাম—"আনাল মসীহুল মাওউদ মাসীলুহু ওয়া খলীফাতুহু" আমি সেই প্রতিশ্রুত সংস্কারক তাঁর সদৃশ এবং তাঁর প্রতিনিধি। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী কাদিয়ানে মসজিদে আকসাতে এক জুমুআর খুতবায় তিনি মুসলেহ মাওউদ হওয়ার দাবী করেন। তিনি বলেন "ম্যায়হি মুসলেহ মাওউদ কি পেশগুই কা মেসদাক হো" অর্থাৎ আমিই মুসলেহ মাওউদ সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশস্থল।"

প্র : ইসলামী সাহিত্যে তাঁর অবদান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত কর?

উ : তিনি কুরআন মজীদের তরজমা, তফসীর করেন যা তফসীরে কবীর এবং তফসীরে সগীর নামে খ্যাত। এ ছাড়াও তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন তন্মধ্যে কয়েকখানার নাম এরূপ : —

১) দাওয়াতুল আমীর, ২) তা'ল্লুক বিল্লাহ্‌ ৩) হাস্তিয়ে বারী তা'লা ৪) মিনহাজুত্তালেবীন ৫) ইসলামকা ইক্তেসাদী নিযাম ৬) নিযামে নও ৭) সীরাতে খায়রুর রসূল ৮) আয়নায় সাদাকাত ৯) মালাইকাতুল্লাহ্‌ ১০) যিকরে ইলাহী।

প্র : তিনি কখন ইন্তেকাল করেন?

উ : ১৯৬৫ সনের ৭ই নভেম্বর সোমবার দিবাগত রাত্রে ৭৬ বৎসর বয়সে ৫০ বৎসর খেলাফত কালে তিনি তাঁর প্রভুর নিকট গমন করেন।

(৪৪ পৃঃ পর)

তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে হযরত সৈয়দ সারওয়ার শাহ সাহেব বলেছেন "যখন আমি হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ) কে পড়াতাম তখন একদিন আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, মিয়া! তোমার পিতার নিকটতো প্রচুর পরিমাণে এলহাম হয়ে থাকে! তোমার কাছেও কি এলহাম হয়? অথবা স্বপ্ন দেখে থাক? তখন তিনি জওয়াব দিলেন যে, মৌলভী সাহেব! স্বপ্ন তো অনেক দেখে থাকি তবে একটি স্বপ্ন প্রতি রাতেই দেখি যে, আমি একটি সৈন্য দলের নেতৃত্ব দিচ্ছি।" মৌলভী সাহেব বলেন, এই জওয়াব শোনার পর আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে গেল যে, একদিন এ-ই জামায়াতের নেতৃত্ব দিবে।"

হযরত শের আলী সাহেব (রাঃ) বলেন যে "আমি মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর মধ্যে উত্তম অভ্যাস ও উত্তম চরিত্র ব্যতিরেকে অন্য কিছু দেখি নাই। প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে নেকী এবং তাক্‌ওয়া বিরাজ করছিল। এই ভাবেই বালক মাহমূদের মধ্যে আগামী দিনের নেতৃত্ব দেয়ার শক্তিশালী বীজটি ভিতরে ভিতরে বিকশিত হচ্ছিল।

—কাওসার আহমদ

বালক মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী রোজ সোমবার হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ই জানুয়ারী তাঁর আকিকা দেওয়া হয়। যিনি প্রথম তাঁর মাথার চুল কেটেছেন তার নাম ছিল "দীনা"। ঐ সময়ের রীতি অনুযায়ী শিশুদের লালন পালন করার জন্য কোন মহিলাকে নিয়োগ করা হতো যাদেরকে "খালাঈ" নামে সম্বোধন করা হতো। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-কে লালন পালন করার জন্য যে মহিলাকে নিয়োগ করা হয়েছিল সে কতগুলো দুরারোগ্য ব্যাধিতে (সিল্, দিক্ ও খনাযির অর্থাৎ যক্ষা গলগণ্ড ইত্যাদি) ভুগছিল যার কারণে তার আট নয়টি সন্তান জন্ম হওয়ার পরই মারা যায়। সে তার এই রোগের কথা গোপন রাখে এমন কি একদিন ছোট্ট শিশু হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অথবা উম্মুল মুমেনীনের অনুমতি ব্যতিরেকে তার বুকের দুধ পান করিয়ে দেয়।

ফলে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) যক্ষা এবং গলগণ্ড নামক এই দু'টি রোগে, আক্রান্ত হয়ে যান। ফলে ২ বৎসর বয়স হতে ১২/১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি কখনো খনাযিরের বড় বড় ফোঁড়াজনিত অসুখে ভুগতে লাগলেন। ডাক্তারগণ বলতে লাগলো যে এই বাচ্চার বাঁচার কোন সম্ভাবনা নাই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শত্রুগণ বলতে লাগলো যে, মির্যা গোলাম আহ্‌মদ মিথ্যা (নাউযুবিল্লাহ্)। তার পক্ষ থেকে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে সেগুলো সব মিথ্যা সাব্যস্ত হবে। অতএব, তার এই পুত্রটিও মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে দীর্ঘ জীবন এবং তাঁর দ্বারা বড় বড় কাজ সম্পন্ন করার ওয়াদা করেছিলেন তাই ডাক্তারদের না সূচক মন্তব্যের পরও আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং আপন ফযলের দ্বারা তাঁকে আরোগ্য করে দিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) যদিও পিতামাতার খুবই আদরের সন্তান ছিলেন তথাপি পিতামাতা এই সন্তানের উত্তম তরবীয়াত দেওয়ার জন্য সর্বদা মনোযোগী ছিলেন যেন তিনি একজন আদর্শ মুসলমান হিসাবে গড়ে উঠতে পারেন। একদা ছোট বেলায় তিনি একটি তোতা পাখী শিকার করে নিয়ে আসলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বললেন. মাহমুদ! এটা সত্য যে, এই পাখীর মাংস হারাম নয় কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা সমস্ত জন্তু জানোয়ার শুধু খাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নি! কোন কোন সুন্দর জানোয়ারকে দেখার জন্যে, কোন কোনটির গলার আওয়াজ আল্লাহ্‌তা'লা সুমধুর করেছেন যেন লোকেরা সেই আওয়ায শ্রবণ করে আনন্দিত হয়। তাঁকে এইভাবে শিক্ষা দেয়া হতো যে, কোন কোন জিনিষ হারাম না হওয়া সত্বেও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) সেগুলো খাওয়া পসন্দ করতেন না।

একবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তাঁরই ছোট ভাই হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ (রাঃ) কে প্রশ্ন করলেন, বলতো দেখি জ্ঞান ভাল না-কি ধন-সম্পত্তি ভাল? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই কথা শ্রবণ করা মাত্র বললেন "বাস! তওবা কর! জ্ঞান অথবা ধন-সম্পত্তি কোনটি ভাল নয় বরং আল্লাহ্‌তা'লার ফযল ও রহমতই ভাল।"

এইভাবেই ছোট্ট বেলা থেকে তাঁকে এই শিক্ষাটুকু দিয়ে দেয়া হয়েছিল যে যদি খোদাতা'লার ফযল সঙ্গে না থাকে তবে জ্ঞান ও ধন-সম্পত্তি কোন কাজেই আসে না কেননা জ্ঞান এবং ধন সম্পদের দ্বারা যদি কেহ খারাপ কাজ শুরু করে দেয় তবে এর ফল খারাপই হতে থাকে।

ছোট বেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। একবার মাত্র চার বৎসর বয়সে তিনি অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলা করছিলেন এমন সময় হযরত মৌলানা হাকিম নূরুদ্দীন (রাঃ) (খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ) ঐ পথ দিয়ে চলতে চলতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন "মিয়া! তুমি খেলা করছ"? হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "যখন বড় হবো তখন আমি অনেক কাজ করবো"।

একদা তিনি মাত্র নয় বৎসর বয়সে তাঁরই এক বন্ধুর সাথে ঘরে খেলা করছিলেন। এক অবসরে তিনি একটি বই খুললেন যাতে লিখা ছিল যে, হযরত জীব্রাঈল এখন আর নাযেল হন না। তখন তিনি বললেন যে, বইটিতে ভুল লিখা হয়েছে কারণ আমার আব্বার উপরতো নাযেল হয়ে থাকে? বন্ধুটি বলল যে বইয়ের মধ্যে যা লিখা হয়েছে সে কথাই ঠিক যে, হযরত জীবরাঈল এখন আর নাযেল হন না। অতঃপর, তারা দুইজনেই হযরত মসীহ (আঃ এর নিকট গেলে তিনি (আঃ) বললেন যে, বইএর কথা ভুল! কারণ হযরত জীবরাঈল এখনও আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে নাযেল হয়ে থাকেন। এই সমস্ত ছোট ছোট ঘটনা থেকেই তার বাল্য জীবনের জ্ঞান ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১৮৯৫ সনে হাফেয আহ্‌মদ উল্লাহ্ নাগপুরি (রাঃ) নিকট কুরআন শরীফ শিক্ষা করা শুরু করেন এবং ১৮৯৭ সনের ৭ই জুন কুরআন খতম করেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর এই কুরআন খতম উপলক্ষ্যে একটি নযম লিখেন যার কয়েকটি লাইন নিম্নে দেওয়া হলো:

কিউঁকার হো শুকর তেরা
তেরা হ্যায় জো হ্যায় মেরা
তুনে হার এক কদম সে
ঘর ভার্ দিয়া হ্যায় মেরা
জাব তেরা নূর আয়া
জাতা রাহা আন্ধেরা
ইয়ে রোয কার মোবারাক
সুবহানা মাইয়ারানি
তুনে ইয়ে দিন দেখায়া
মাহ্‌মুদ পাড়কে আয়া
দিল দেখকার ইয়ে এহ্‌সাঁ
তেরি সানায়ে গায়া
সাদ শুকর আয় খোদায়া
সাদ শুকর আয় খোদায়া
ইয়ে রোয কার মোবারক
সুবহানা মাইয়ারানি
(উর্দ্দু দুর্‌রে সামীন)

তিনি কিছু দিন ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লোয়ার প্রাইমারী স্কুলে (কাদিয়ানে) অধ্যায়ন করেন, ১৮৯৮ সনে তালীমুল ইসলাম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁকে সেই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

৪২-এর পাতায় দেখুন

সংবাদ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) আফ্রিকা সফরে রয়েছেন ঃ

১৯-১-৮৮ ইং তারিখে লণ্ডন হতে তারযোগে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়েছে যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশ সফরে বের হয়েছেন।

গাম্বিয়া ঃ তাঁর সফরের প্রথম পর্যায়ে তিনি গাম্বিয়া গমন করলে তাঁকে গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট সাহেবের অতিথি হিসেবে সম্মানিত করা হয়। তিন জন মন্ত্রী তাঁকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানান। গিনি বাসাও এর বিশজন এবং গাম্বিয়ার ৮০ জনের মত লোক তাঁর নিকট বয়আত গ্রহণ পূর্বক আহ্মদীয়া জামায়াতে দাখিল হন।

সিয়েরালিওন ঃ সিয়েরালিওন পৌঁছলে তিনজন মন্ত্রী তাঁকে অনুরূপভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তিনি সেখানে সরকারী অতিথি হিসেবে অবস্থান করেন এবং সামরিক বাহিনীর এক প্লাটুন সৈন্য তাঁর নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত রাখা হয়। প্রায় ৭০০ জন লোক তাঁর নিকট বয়আত গ্রহণ করেন।

লাইবেরীয়া ঃ তিনি লাইবেরীয়াও সফর করেন। সেখানে প্রেসিডেন্ট সাহেবের অতিথি হিসেবে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। এখানেও অনেক লোক বয়আত গ্রহণ করেন।

আইভরিকোষ্ট ঃ এখানে পৌঁছলে হুযুর (আইঃ) কে সরকারী অতিথি হিসাবে সম্মানিত করা হয়। এখানে তাঁর বহু প্রসংশা করা এবং তাঁর হেফাযতের জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

ঘানা ও নাইজেরীয়া ঃ এখানে হুযুরের সফর খুবই কামিয়াব হয়েছে। তবে বিস্তারিত খবর এখনও পাওয়া যায় নাই। হুযুরের কামিয়াব সফর এবং হেফাযতের জন্য বন্ধুগণকে দোয়া জারী রাখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

দা-ঈ ইলাল্লাহর কার্যক্রম

কুষ্টিয়া আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া ঃ

বিগত ২২শে জানুয়ারী শুক্রবার কুষ্টিয়া শিল্প কলা একাডেমীতে মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ এর উপর এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তারূপে জনাব আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী (সম্পাদক ঋতু পত্র এবং পরিচালক কাসরে সলীব পাবলিকেশন, ময়মনসিংহ) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে মুন্সী মেহের উল্লাহ (১৮৬১ — ১৯০৭) এর জীবনী গ্রন্থের নাম 'আখলাকে আহ্মদীয়া' এবং তিনি মাদ্রাসা আহ্মদীয়া নামে একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এথেকে বুঝা যায় যে, 'আহ্মদীয়া' শব্দটির সঙ্গে

তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি উর্দু শিখে পাঞ্জাব থেকে প্রাপ্ত পত্র পত্রিকার মাধ্যমে খৃষ্টানদের মোকাবেলায় দলিল প্রমাণ প্রাপ্ত হন এবং হিন্দু ও খৃষ্টানদের কাছে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তখন বাংলাদেশে জামায়াত প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় একক ভাবেই তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন।

পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার মাধ্যমে খৃষ্টান পাদ্রীরা কিরূপে পরাজয় বরণ করে তার স্বীকারুক্তি মৌলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব অনূদিত কুরআনের ভূমিকার ত্রিশ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। তিনি সবাইকে সত্যের সন্ধান করে ইসলাম প্রচারে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। পর দিন ২৩শে জানুয়ারী তিনি কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের শিলাইদহে যান এবং নানারূপ তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁর সঙ্গে কুষ্টিয়ার প্রেসিডেন্ট সহ বেশ কিছু আহ্‌মদী ও জেরে তবলীগ বন্ধু ছিলেন।

রাজশাহী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া ঃ

২৯শে জানুয়ারী রোজ শুক্রবার রাজশাহী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) রচিত "আহ্বান", jesus in India ও 'পয়গামে সুলেহ্' পুস্তকের উপর আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্ব জনাব মাহ্‌মুদুল হাসান (জেলা কায়েদ), ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম ও মজিবুর রহমান।

জনাব ডঃ তারিক সাইফুল ইসলামের সৌজন্যে দুপুরের খানা পরিবেশিত হয় এবং বাদ জুমুআ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশনে "আমি কেন আহ্‌মদী হলাম"-এ বিষয়ের উপর ৮ জন বক্তা আকর্ষণীয় ও ঈমান উদ্দীপক বক্তব্য রাখেন।

রাজশাহী আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ থেকে জামায়াতের আতফাল ও নাসেরাতের মধ্যে স্কুলের বৃত্তি ও বার্ষিক পরীক্ষা ভিত্তিত মেধা তালিকা অনুসারে ৩ জনকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিকেলে চা চক্রের পর ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভা সমাপ্ত হয়।

নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া ঃ

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং রোজ বৃহস্পতিবার মরহুম মুসলিম খান সাহেবের আকবর নগর গ্রামের বাড়ীতে নরায়ণগঞ্জ জামায়াতের পক্ষ হতে দাওয়াতে ইলাল্লাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় জামায়াতের প্রেসিডেন্ট জনাব হেলাল উদ্দীন আহমদ, এবং সর্বজনাব মইন উদ্দিন আহমদ, হাফেয আবুল খায়ের (মুয়াল্লিম) এ, টি, এম, শফিকুল ইসলাম, এ, কে, এম, খুরশীদ আহমদ, মনির উদ্দিন আহমদ, শামসুদ্দীন আহমদ, জুমু'আর নামায এবং উক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামায়াত ইত্যাদি বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখা হয়।

সরিষাবাড়ী আঞ্জুমানে আহমদীয়া ঃ

গত ১৯-২-৮৮ ইং রোজ শুক্রবার সরিষাবাড়ী আঞ্জুমানে আহমদীয়া এক তবলীগি সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় সারগর্ভ আলোচনা ও প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন সর্বজনাব হাফেয মুহাম্মদ সেকান্দর আলী ও মুহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব। মনোজ্ঞ আলোচনা শেষে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ ৫ জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। নবদীক্ষিত ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে যাতে আল্লাহ্‌তা'লা ইস্তেকামাত দান করেন সেজন্য দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে। —আহ্‌মদী রিপোর্ট

শোক সংবাদ

(১) অতীব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নারায়ণগঞ্জ জামায়াতের আকবর নগর নিবাসী প্রবীণ ও মোখলেছ আহমদী জনাব মুসলীম খান সাহেব বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং সোমবার লিভারে টিউমার রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের গ্রামের বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হয়েছিল প্রায় ৬০ বৎসর। মরহুম মৃত্যুকালে স্ত্রী, ৩ জন ছেলে ও ৫ জন মেয়েসহ অনেক নাতি-নাতনী ও গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমের জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সংসারের যাবতীয় ঝামেলা উপেক্ষা করেও তিনি নিয়মিত চাঁদা আদায় করতেন এবং প্রতিটি জামায়াতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের কাছে মরহুমের রূহের মাগফিরাতের জন্য খাসভাবে দোয়ার আবেদন করা হচ্ছে। —মইন উদ্দিন আহমদ

অত্যন্ত বেদনার্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, গত ১৬-২-৮৮ ইং মঙ্গলবার আমার দাদা মরহুম হাকিমউদ্দীন মস্তান সাহেবের পিতা ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে··· ··· ···রাজেউন) মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, চার কন্যা এবং অনেক নাতি-নাতনী রেখে যান। মরহুম সর্বদা ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। তাঁর রূহের মাগফিরাত ও জান্নাতে উচ্চতম মোকামের জন্য জামায়াতের সকল ভ্রাতা ভগ্নীর কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

—মোঃ সেলিম উদ্দিন

সন্তান তওল্লাদ

গত ৩-২-৮৮ রোজ বুধবার মাজহারুল হক (শাহীন) পিতা জনাব মনিরুল হক ৮৯, পূর্ব তেজগাঁও কে আল্লাহ্‌তা'লা এক পুত্র সন্তান দান করেছেন। উক্ত নব জাতকের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন এবং খাদেমে দীন হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, জনাব শাহীন সাহেব তাঁর এই খুশীর মওকায় আহ্‌মদী পত্রিকায় ২০০/- টাকা অনুদান প্রদান করেছেন।

আহ্‌মদী রিপোর্ট

সম্পাদকীয়

একটি পত্র ও আমাদের কিছু কথা

গত ১লা জানুয়ারী ১৯৮৮ দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় চিঠি পত্র কলামে নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশিত হইয়াছে :

"আমি যে প্রসঙ্গটি নিয়ে লিখছি তার নাম 'নবী ও রাসূলের পার্থক্য'। পূর্বে যারা এস, এস, সি পাশ করেছেন তারাও জানেন যে, নবী ও রাসূলের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। আজও যারা নবম-দশম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বইটি পড়ছে তারাও একথা জানে। উক্ত বইটিতে নবী ও রাসূলের যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে তা হলো রাসূলদের প্রতি আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে, পক্ষান্তরে নবীগণ কোন আসমানী কিতাব পাননি। তাই সকল রাসূলকে নবীও বলা হয় কিন্তু নবীকে রাসূল বলা হয় না। তা'ছাড়া হযরত আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের রেফারেন্সর আলোকে ১শ' ৪ খানা আসমানী কিতাবের উল্লেখ আছে এবং আরো বলা হয়েছে—হযরত আদম, হযরত শীস, হযরত ইদ্রিস, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মুসা, হযরত দাউদ, হযরত ঈসা ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি যথাক্রমে ১০, ৫০, ৩০, ১০ খানা সহিফা ও তাওরাত, যাবুর, ইনজীল ও কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। পরিসংহারে উল্লেখ আছে, উপরোক্ত হাদিসের আলোকে বুঝা যায় যে, উল্লেখিত আটজনই প্রকৃতপক্ষে রাসূল। অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন নবী। এবার আসুন আমরা কুরআন খুলে দেখি সেখানে আল্লাহ্ কি বলেছেন। সূরা আনয়ামের ৮৪-৯০ আয়াতে আল্লাহ্ ইসহাক, ইয়াকুব, নুহ, দাউদ, সুলায়মান, আইয়ুব, ইউসুফ, মুসা, হারুন, জাকারিয়া, ইয়াহিয়া ঈসা, ইলিয়াস, ইসমাইল আলইয়াসা, ইউনুস, লুত প্রভৃতি সকলের নাম উল্লেখ করে বলেছেন —'আমি উহাদের প্রত্যেককেই কিতাব, হেকমত ও নবুয়ত দান করেছি।' এখানে দেখা যাচ্ছে যে, এ সতের জন বান্দার প্রতি নবুয়ত ও কেতাব দান করেছেন; যার অনেকেই হাদীসের আলোকে প্রণীত রাসূলদের তালিকার বাইরে। এছাড়া আমরা আরো সামনে অগ্রসর হলে দেখতে পাই—ইলিয়াস রাসূল : ১২৩/৩৭, লুত রাসূল : ১৩৩/৩৭, ইউনুস রাসূল ১৩৯/৩৭, ইসমাইল রাসূল : ৫৪/১৮, মুসা ও হারুন রাসূল : ৪৭/২০, নূহ রাসূল : ১০৬/২৬, হুদ রাসূল ১২৪/২৬, শোয়েব রাসূল : ১৭৭/২৬। তা'হলে এবার একটু চিন্তা করে দেখুন এত ইসলাম দরদী বিজ্ঞ ব্যক্তি থাকা সত্বেও যুগ যুগ ধরে আমরা ইসলাম সম্পর্কে ভুল তথ্য শিখে আসছি। আরো এমন বহু তথ্য পেয়েছি বা ইসলাম দরদী ভাইদের জানা আবশ্যক। আপনার দয়া করে কুরআন শরীফের যে কোন অনুবাদ খুলে ৫৯।৪, ৬০।৪, ১৩২।৪, ১৯।৫, ১৬৫।৪, ৭২-৭৪।৩, ২৬৮-২৬৯।২, ৪৯।১০ ৩৫-৩৬।৭, ৪৩-৪৪।২৩, ৫/১৫, ৪৬-৪৮/২৮, ও

৩৭-৪০/৩৩ দেখুন। আয়াত থেকেই নাযিল হওয়ার কারণসমূহ ও প্রকৃত তথ্য বুঝতে চেষ্টা করুন। আমার মনে হয় আপনারা বন্ধ ঘরের তালা ভেঙ্গে শেষের দরজার পরও নতুন সূর্যের আলো দেখতে পারেন।"

মোঃ বেলায়েত হোসেন
তিতুমির হল, বাংলাদেশ প্রকৌশল
বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পত্রটির জন্য জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন সাহেবকে মুবারকবাদ না দিয়া পারিতেছি না। ঐ পত্রে তিনি যে বিষয়টির অবতারণা করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন জামায়াতে আহ্‌মদীয়া প্রায় শতাব্দীকাল হইতে এই মতবাদ পোষণ করিয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ নবী ও রসূলের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় তাহা কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। জনাব হোসেন কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কুরআনে শরীয়াতি (বিধান-দাতা) এবং গয়ের শরীয়াতি (বিধান দাতা নহে) নির্বিশেষে সকলকেই নবী ও রসূল হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। অথচ এই কুরআনী শিক্ষায় পরিপন্থী শিক্ষা আমাদের কচিকচি বাচ্চাদিগকে শিশুকাল হইতে দেওয়া হইতেছে কেবলমাত্র অনুমান এবং খেয়াল-খুশীর উপর ভিত্তি করিয়া। ইহার কোন কুরআনী সনদ নাই। প্রকৃত কথা এই যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ওহী ইলহাম ও বেশী বেশী গায়েবের সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া আল্লাহ্ কর্তৃক নবী ও রসূলরূপে আখ্যায়িত হইলেই তাঁহাকে কুরআনের ভাষায় নবী ও রসূল বলা হয়।

যাহারা নবী ও রসূলের মধ্যে পার্থক্য করেন তাহারা ইহাও বিশ্বাস রাখেন, যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরে আর কোন প্রকারের নবী নাই। তাহাদের দলীল "খাতামান নাবিঈন" ও "লা নাবিয়া বা'দী।" তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, রসূল করীম (সাঃ) কে কুরআন ও হাদীসে কোথাও খাতামার রসূল বলা হয় নাই। তবে কি তাহাদের মতে রসূল আসিবার দরজা বন্ধ হয় নাই?

জামায়াতে আহ্‌মদীয়া নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে যে, আঁ-হযরত (সাঃ) খাতামান্নাবীঈন নবীগণের মোহর অর্থাৎ সর্বশেষ শরীয়তধারী এবং কামেল নবী। তাঁহার মোহর অর্থাৎ তাঁহার শরীয়াত ব্যতিরেকে কোন নবী আসিবেন না তিনি নতুনই হন আর পুরাতনই হন। কেননা কুরআন শেষ এবং পূর্ণ শরীয়াত। তবে আঁ-হযরত (সাঃ) এর পূর্ণ আনুগত্য ও গোলামীর ফলে কুরআন মজীদের সূরা নিসার ৭০ আয়াত অনুযায়ী তাঁহার নবুওয়াত এবং কুরআন মজীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণত্ব প্রমাণার্থে শরীয়াতবিহীন উম্মতি নবী আসিতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) অনুরূপ নবুওয়াতেরই দাবীদার। তিনি আঁ-হযরত (সাঃ) এর কল্যাণেই এই নেয়ামত-প্রাপ্ত স্বাধীন-সত্তাবিহীন। এই দাবী তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশেই করিয়াছেন।

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

29th February 1988

আহ্‌মদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। ক্বিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফিরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফিরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে
আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫
সম্পাদকঃ এ, এইচ. মোহাম্মদ আলী আনওয়ার

Published & Printed by Md. F. K. Molla
at Ahmadiyya Art Press for the proprietors,
Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.